NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, শো-ক জ শাকিবকে

বিশ্বকাপ ট্রফিতে পা রাখা বিতর্কে মুখ খুললেন মার্শ ৮

কলকাতা ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.12.2023, Vol.17, Issue No.170, 8 Pages, Price 3.00

বিধানসভায় বিজেপির শুদ্ধিকরণ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর

মার্শালকে নির্দেশ স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে বিজেপির তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না স্থল গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়ানোর ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি নিয়ে মার্শালকে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিক নাটক বলে আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, যে দল প্রতিনিয়ত সংবিধানকে অবমাননা করছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপব্যবহার করছে তাদের এ ধরনের কর্মসূচি নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা, বিধায়ক শিউলি সাহা প্রমুখ একযোগে অভিযোগ তোলেন বিরোধীদের এই কর্মসূচিতে ধর্না অবস্থানে বসা মহিলা, দলিত এবং আদিবাসী বিধায়কদের অপমান করা হয়েছে। দলের উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায় জানান, জাতীয় সংগীতের অবমাননা ও বিজেপির আজকের আম্বেদকর মূর্তি শোধনের নামে মহিলা দলিত ও আদিবাসীদের অপমানের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি নিচ্ছে।

এদিকে বিধানসভা চত্বরে শাসক ও বিরোধী দলের সাম্প্রতিক কর্মসূচি ও পাল্টা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা চত্বরে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর আগাম অনুমতি ছাড়া বিধানসভার লবি, গাড়ি বারান্দা, আম্বেদকর মূর্তি কোথাও বিক্ষোভ, অবস্থান, স্লোগানের মত রাজনৈতিক কার্যকলাপ করা যাবে না বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অধ্যক্ষ বলেন, যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাতে বিধানসভা চত্বরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারত।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেছেন, বিজেপি বিধায়কদের প্রতিবাদ থামাতেই অধ্যক্ষ এমন ঘোষণা করেছেন। নির্দেশের কপি হাতে পেলে তিনি এ বিষয়ে যা করণীয়, তাই করবেন।

নবান্নে আমন্ত্রণ শুভেন্দুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর দুপুর ১টায় নবান্নের ১৪ তলায় মুখ্যমন্ত্রীর কনফারেন্স হলে ওই বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকে হাজির থাকার জন্য শুভেন্দুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে নবান্ন। শুক্রবারই বিরোধী দলনেতার দপ্তরে সেই আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের নাম ঠিক করতে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নবান্ন। প্রথমে ওই বৈঠকের দিন ঠিক হয় ৪ ডিসেম্বর। সময় দেওয়া হয় দুপুর ৩টে। বৈঠকের জায়গা ঠিক হয়েছিল বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কক্ষে। পরে শুক্রবার নবান্নের তরফে ওই বৈঠকের স্থান এবং সময় পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে। তাতে বলা হল, আগামী ১৪ ডিসেম্বর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই বৈঠক হবে।

উপাচার্য নিয়োগ মামলা

সব পক্ষের আইনজীবীকে বৈঠকে বসতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: উপাচার্য নিয়োগ মামলায় ফের সব পক্ষের আইনজীবীদের বৈঠকে বসার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নামের তালিকার চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করার জন্য আইনজীবীদের বৈঠকে বসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অ্যাটর্নি জেনারেলকে এই বৈঠকের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

গত শুনানির দিনও একই নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চ। কিন্তু রাজ্যপালের তরফে কোনও আইনজীবী হাজির না থাকায় বৈঠক হয়নি। শুক্রবারের শুনানিতে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী অথবা শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনার উপর জোর দেন বিচারপতি। পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, 'শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খোঁজা কাম্য।'

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। দ্বন্দ্বের আবহে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে একতরফা উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগ করেছিল রাজ্য সরকার। ওই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী মনু সিংভি অভিযোগ করেন, বারবার আবেদন সত্ত্বেও আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে সাড়া দেননি রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসায় বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখে রাজ্যপালের আইনজীবী।

পালটা রাজ্যপালের আইনজীবী অভিযোগের সুরে জানান, প্রকাশ্যে রাজ্যপালকে আক্রমণ করছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সওয়াল জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় আর একতরফা উপাচার্য নিয়োগ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের তরফে গঠন করে দেওয়া হবে সার্চ কমিটি। তিনটি আলাদা প্যানেল থেকে একটি সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করবে এই কমিটি। এবার সব পক্ষের আইনজীবীদের একসঙ্গে বৈঠকে বসার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা ইস্যু

বিজেপি বিধায়কদের সতর্ক করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আবেদন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার অভ্যন্তরে অভব্য আচরণ ও জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা ইস্যুতে রাজ্যের বিজেপি বিধায়কদের সর্তক করার জন্য ওই দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে আবেদন জানালো তৃণমূল কংগ্রেস।

বিধানসভা ভবনে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকার পক্ষের উপমুখ্য সচেতক তাপস রায় বলেন, 'অমিত শাহের ফ্লপ সভার ব্যর্থতা ঢাকতে বিজেপির তরফে গতকাল ফের জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করা হয়েছে। দেশবিরোধী কাজ করা হয়েছে। যা নিয়ে বিজেপির কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও নেতা ক্ষমা অবধি চাননি। অমিত শাহের উচিত এদের সতর্ক করা, নিন্দা করা। অমার্জনীয় অপরাধের জন্য যেন ক্ষমা চায়। এত স্পর্ধা,ঔদ্ধত্য জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা করার। জঘন্য রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিবাদ আমরা করছি। মানুষ যেন সমুচিত জবাব দেয়।' তাপস রায়ের সংযোজন, আমরা সংবিধান সম্মত, আইন সম্মত ও বিধানসভার রীতি মেনেই অধ্যক্ষকে লিখিত মারফত তাই জানিয়েছি। স্পিকার সচিবালয় মারফত জানিয়েছেন পুলিশকে। প্রয়োজনে প্রস্তাব নেওয়া হতে পারে। গতকাল ৬-৭ জনের নামে অভিযোগ করেছি।'

বিরোধী দলনেতাকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, 'শুভেন্দুর টুইটের প্রতিক্রিয়া জানাতে আমার রুচিতে বাঁধে। ওদের দলে একটা দ্বন্দ্ব বাড়ছে। ওদের বোধহয় চাপ হয়েছে, কে কত বড়, সেটা বোঝাতে কদর্য শব্দ ব্যবহার করো। দিলীপ বড় না সুকান্ত বড় না শুভেন্দু বড় সেটা জাহির করার প্রচেষ্টা চলছে। গত ২০ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করতেন দু'বেলা। একটা মানুষের নিজের সংস্কৃতি থাকে। মাতৃসমা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন শব্দ। বাংলার মানুষ জবাব দিতে তৈরি হচ্ছে।'

বরফে ঢেকেছে সুন্দরী উপত্যকা। সেই সৌন্দর্য উপভোগে মত্ত পর্যটকরা।

ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদির

দুবাই, ১ ডিসেম্বর: ফের কামানের গর্জনে কাঁপছে গাজা ভূখণ্ড। সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে আবারও যুযুধান ইজরায়েল ও হামাস। এই প্রেক্ষাপটে ইজরেয়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে পরিবেশ সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। সেখানেই মরুশহর দুবাইয়ে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক সারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। জানা গিয়েছে, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের দীর্ঘ মেয়াদি তথা স্থায়ী সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি ফৌজের অভিযান ও হামাসের হত্যালীলা নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু-জনের মধ্যে।

ঘোড়া কেনাবেচার ভয়ে রিসর্ট রাজনীতির পরিকল্পনা কংগ্রেসের!

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর: বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, নভেম্বরে যে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, তার চারটির ফলাফলই অনিশ্চিত। একমাত্র ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস অনায়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে পারে। আর বাকি রাজ্যগুলির ফলাফলের একেক রকম ইঙ্গিত মিলছে একেক সমীক্ষায়। রাজস্থান, তেলঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ তিন রাজ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। একাধিক রাজ্যে ফলাফল ত্রিশঙ্কু হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ফিরছে রিসর্ট রাজনীতির জল্পনা।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, ফলাফল প্রকাশের পরই তেলঙ্গানার কংগ্রেস বিধায়কদের সরিয়ে ফেলা হবে পাশের রাজ্য কর্নাটকে। এমনিতে অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, তেলঙ্গানায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারে কংগ্রেস। ১১৯ আসনের তেলঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেসের যাটের বেশি আসন পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে অধিকাংশ জাতীয় সংবাদমাধ্যম। তবে কোনও কোনও সমীক্ষায় ইঙ্গিত সেরাজ্যে বিধানসভা ত্রিশঙ্কুও হতে পারে। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল। কেসিআর ঘোড়া কেনাবেচাতেও মাততে পারেন। তাই কংগ্রেস আগেভাগে বিধায়কদের সরিয়ে ফেলতে পারে কর্নাটকে।

একই পরিস্থিতি হতে পারে রাজস্থানে। সেখানে অবশ্য অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপিকেই এগিয়ে রাখা হয়েছে। ২০০ আসনের বিধানসভায় লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে। কংগ্রেস মনে করছে শেষ পর্যন্ত বিধানসভা ত্রিশঙ্কুও হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্দল এবং বিএসপি, আরএলপির মতো দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। দরকারে রাজস্থানে দলের বিধায়কদেরও রিসর্টে নিয়ে যেতে পারে কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে রাজস্থানের বিধায়কদের রাজ্যের বাইরে না নিয়ে গিয়ে উদয়পুরেরই কোনও রিসর্টে রাখা হতে পারে।

তবে মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে সেই ধরনের কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি। অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে ছত্তিশগড়ে অনায়াসে ক্ষমতায় ফিরবে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, সে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপিই। সম্ভবত সেকারণেই সেরাজ্যে বিশেষ পরিকল্পনা হাত শিবির করেনি।

পাঁচ নয়, চার রাজ্যের ভোটগণনা রবিবার

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: চার রাজ্যে ৩ ডিসেম্বর, রবিবার বিধানসভা ভোট গণনা হলেও মিজোরামে হচ্ছে না। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে তা হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর, সোমবার। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানাল নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে আর্জি জানানো হয়েছে মিজোরামের বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দলের তরফে। তাতেই সাড়া দিল কমিশন। নির্বাচন কমিশন বিবৃতিতে বলেছে, 'বিভিন্ন পক্ষ থেকে গণনার দিন ৩ ডিসেম্বর, রবিবারের বদলে অন্য দিন করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কারণ রবিবার মিজোরামবাসীর কাছে বিশেষ দিন।' কমিশন আরও বলে, 'এই অনুরোধ বিবেচনা করে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচনের গণনার দিন ৩ ডিসেম্বর, রবিবারের পরিবর্তে ৪ ডিসেম্বর সোমবার হবে।'

দুবাইয়ে ২৮তম সিওপি সম্মেলনে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

দুবাই, ১ ডিসেম্বর: ২৮ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বসেছে দুবাইয়ে। সেই সম্মেলনের সূচনায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তিনি সেই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই ৩৩ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ভারতে করার প্রস্তাব দিলেন। বিষাক্ত কার্বন নিষ্কাশন কমাতে 'গ্রিন ক্রেডিট' উদ্যোগেরও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন হল 'কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস'। এবারে সংযুক্ত আরব আমির শাহির নেতৃত্বে ২৮ তম সিওপি বসেছে দুবাইয়ে। ৩০ নভেম্বর সম্মেলন শুরু হয়েছে। চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার সেই সিওপি ২৮-এর মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠেই গ্রিন ক্রেডিট উদ্যোগেরও ঘোষণা করে ৩৩ তম সিওপি ভারতে আয়োজন করার প্রস্তাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচির সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। সেজন্য এই মঞ্চ থেকেই আমি ২০২৮-এ সিওপি ৩৩ সামিটের আয়োজন ভারত করতে চায় বলে প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'গ্রিন ক্রেডিট' উদ্যোগ বলতে মূলত, কার্বন নিষ্কাষণ কম করা-সহ পরিবেশ বান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার কথাই বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এপ্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারতে জনসংখ্যা বেশি হলেও কার্বন নিষ্কাশনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন জলবায়ু সম্পর্কে 'গ্রিন ক্রেডিট' উদ্যোগের ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ হল ভারতে। কিন্তু, বিশ্বব্যাপী যে কার্বন নিষ্কাশিত হয় তার মাত্র ৪ শতাংশ ভারত থেকে নিষ্কাশিত হয়। আমরা এনডিসি (ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন) লক্ষ্য পূরণে দ্রুত এগোচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গত ৯ বছরে আমরা অ-জীবাশ্ম জ্বালানির লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ৫০ শতাংশ বাড়ানো এবং ২০৭০ সালের মধ্যে জিরো কার্বন নিষ্কাশন কমানোর লক্ষ্য নিয়েছি।' প্রতিটি দেশকে এনডিসি লক্ষ্য পূরণের বিষয়ে নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে চলার বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সিওপি ২৮ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধান বক্তাদের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও ছিলেন সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট সুলতান জাবের এবং ইউএনএফসিসি (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ)-এর কার্যকরী সচিব।

আমিরশাহিতে ২১ ঘণ্টার ঠাসা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর

দুবাই, ১ ডিসেম্বর: বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কর্মসূচিতে ২১ ঘণ্টা থাকার কথা তাঁর। তার মধ্যেই একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একাধিক জায়গায় বক্তৃতা রাখার পাশাপাশি সাতটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

২১ ঘণ্টার সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ৪ জায়গায় বক্তৃতা রাখবেন। সফরসূচিতে রয়েছে ৭টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও। সম্মেলনে যোগাযোগের পাশাপাশি তিনি একাধিক বৈঠকও করবে।

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি একাধিক বিশ্বনেতা যোগ দেবেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কীভাবে কমানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন রাষ্ট্রনেতারা। ওই বৈঠকের পাশাপাশিই তিনটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

বিদেশ সচিব বিনয় কাটরা জানান, সিওপি২৮ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ভারত ও সুইডেনের মিলিত উদ্যোগে লিড আইটি ২.০ অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

বছরের শেষ দুয়ারে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে একথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। আগের মতই এবারও দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন রাজ্যের বাসিন্দারা। আগামী বছরেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই রাজ্যে আবার শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকারের শিবির। মুখ্যসচিব জানান লোকসভা ভোটের আগেই এখনও যে সব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি তা সেরে ফেলতে হবে অবলম্বে।

-বিস্তারিত ২-এর পাতায়

নকশালপন্থাকে মুছে ফেলতে শাহ-র দাবি

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর: পাঁচ বছর আগে লোকসভা ভোটের সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালে পরবর্তী নির্বাচনের আগে জঙ্গি নকশালপন্থাকে দেশ থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব হবে। শুক্রবার 'মাওবাদী উপদ্রুত' ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করলেন, সেই কাজ প্রায় শেষ। শাহ শুক্রবার বলেন, 'ভারত নকশালপন্থী নির্মূল করার যুদ্ধের শেষ পর্বে পৌঁছে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার এই যুদ্ধে জেতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' গত এক দশকে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-সহ নকশাল চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির হামলা ৫২ শতাংশ কমেছে বলে দাবি করেন তিনি। শাহ বলেন, 'নকশালপন্থী হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ৭০ শতাংশ কমেছে। হিংসাকবলিত জেলার সংখ্যা ৯৬ থেকে ৪৫-এ নেমে এসেছে। নকশালপন্থী উপদ্রুত থানার সংখ্যা ৪৯৫ থেকে কমে ১৭৬ হয়েছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৯১৯ নং এফিডেভিট বলে Mahammad Ali S/o. Sk Kasem Ali ও Mohammad Ali S/o. Kasem Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬১ নং এফিডেভিট বলে Md. Siraj S/o. Bismilla Mia, Md. Siraj S/o. Bismillah Mia ও Siraj S/o. Bismilla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে Sanjiw Kumar Sharma S/o. Vikrama Ram Sharma ও Sanjiw Kr. Sarma S/o. V. R. Sarma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৩৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Charanjeet Kour Gosal D/o. Sardar Balbir Singh (old name) at Mollapota, Iswarbaha, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Charanjeet Kaur D/o. Balbir Singh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Charanjeet Kour Gosal D/o. Sardar Balbir Singh & Charanjeet Kaur D/o. Balbir Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৪৩ নং এফিডেভিট বলে Kartick Bhattacharyay S/o. Narayan Bhattacharyay ও Kartik Bhattacharya S/o. N. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sunit Bhattacharyya S/o. Baidyanath Bhattacharyya ও Sunit Bhattacharya S/o. B. Nath Bhattacharya সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৬৮ নং এফিডেভিট বলে Paritosh Roy S/o. Priyaranjan Roy ও Paritosh Ray S/o. P. R. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে Syed Meheraj Uddin S/o. Syed Azim Uddin ও Syed Meherajuddin S/o. Souid Azimuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Mousumi Bhowmick,** W/o Bibhas Bhattacharya, R/o Avishikta II , 3C , Flat 703 , 369/3, Purbachal Kalitala Road , Kolkata-78, declare that **Mousumi Bhowmick, Mousumi Bhattacharya** and **Mousumi Bhowmick (Bhattacharya)** are one and same identical person vide Affidavit No. 66229 Dt. 21.11.2023 sworn before the 1st Class 6th Judicial Magistrate, Alipore Court .

SITUATION VACANT

Wanted 1 A.T, B.A,B.P.ED reserved for OBC-A in Maternity Leave Vacancy upto **21.04.2024.** Apply to the President, CHALTIA SREEGURU PATHSALA HIGH SCHOOL (H.S), P.O. CHALTIA, P.S. BERHAMPORE, MURSHIDABAD, Pin-742407 within 10days.

Headmaster
Chaltia Sreeguru Pathsala High School
Berhampore, Murshidabad

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta – II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 12/2023-24.** Last date of submission **08.12.2023 up to 10.30a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat.

E-Tender

E- tender invited by the Pradhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIT NO. 09/ Nati – II/ SBM/15 th FC. of 2023-2024,** Last date of submission **08.12.2023 up to 5 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Natidanga- II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Midnapore
Probate Case No.26 of 2023

অমল বিশ্বাস ....আবেদনকারী।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ভোলানাথ দত্ত পিতা- স্বর্গীয় বরোদা দত্ত গত ইং ২৯.১০.২০২২ তারিখে ঘোষপাড়া তালবাগিচায় মারা যাওয়ায় গত ইং ৩০.০৯.২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও নোটারি কর্তৃক অথেন্টিকেটেড 3077/2022 নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য আবেদনকারী অত্র প্রবেট মোকর্দ্দমা করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

SCHEDULE

POST OFFICE: Kharagpur Technology- 721302 **1.** Savings A/c No.2622345101 =**Rs.6.97,070/-** & 2622274500 = **Rs.1,02/118/-,** **2.** MIS A/c No.4453356165 = **Rs. 2,00,000/-** dt.12.06.2019, **3. R.D. A/c & T.D. A/c: i.** No.2622352222 (Rs.70.000/- dt.03.08.2013) **ii.** No.2622355162 (Rs.80,000/- dt.08.09.2015) **iii.** No.2622352864 (Rs.70,000/- dt.01.11.2014) **iv.** No.2622352383 (Rs.80,000/- dt.30.11.2013) **4. State Bank of India, Kharagpur IIT Branch (0202): i.** A/c No. 10224351019 (Rs.2,75,984.09) ii. A/c No. 10224350989 (Rs.6,399.02)
Total = Rs.15,81,571.11/-.

অনুমত্যানুসারে-
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর। **29/11/2023**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা ডিসেম্বর, শনিবার, ১৫ ই অগ্রহায়ণ। পঞ্চমী তিথি । জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে। মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে ।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ । আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন,তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আসাম রাজ্যে অহম দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta – II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 13/2023-24.** Last date of submission **07.12.2023 up to 10.30a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tender are invited by the Prodhan, Dhoradaha - II Gram Panchayat (Under Karimpur- II Panchayat Samity), Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET No -89/2023-24, Memo No- 416/DGP-II/5TH SFC/2023.** Last date of submission **09.12.2023 up to 4 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha - II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Shyamnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Shyamnagar, Nadia. **NIET No. 8E(1st Call)/2023-24, 9E (1st Call)/2023-24, 10E(1st Call)/ 2023-24,** Last date of submission accordingly **07.12.2023 upto 4p.m. and 08.12.2023 up to 11a.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মোকাম চুঁচুড়াস্থিত
মাননীয় জেলা জজ আদালত
মিস কেস নং- ৬৯/২০২৩

দরখাস্তকারী- শ্রী সন্তোষ দাস, পিতা- তারাপদ দাস, সাং-১৪৬, বারাসাত গড়েরধার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৬

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নাবালিকা তিতীর্ষা দাস পিতা- শ্রী সন্তোষ দাস, -এর নামীয় নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।
এ বিষয়ে কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে তাহা জানাইবেন। অন্যথায় আইনি মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- উত্তরপাড়া, জে. এল. নং- ১১, মৌজা- মাখলা, এল. আর. খতিয়ান নং-১০৯৫০, এল. আর. দাগ নং- ১৮৩৮, বাস্তু পরিমান ০.০১৩০ একর।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Swagata Chakraborty
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং,
সেরেস্তাদার
জেলা-জজ আদালত, হুগলী

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIT No. 05/ 15thCFC/ Shikarpur/ 2023-24, 06/15thCFC/ Shikarpur/ 2023-24, 07/5th SFC/ Shikarpur/ 2023-24.** Last date of submission **07.12.2023 up to 5pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-I Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Palsunda, Nadia. **NIET- 1038/ PAL-I/5TH SFC/2023 & 1039/ PAL-I/15TH CFC/2023, Dated - 28.11.2023.** Last date of submission **08.12.2023 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palsunda-I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ১ম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন আদালত
T. Suit No. 650/2021 সালে
ধার্য দিন ৩১-০১-২০২৪

কুমারেশ নন্দী ..... বাদী
-বনাম-
শিবকালি ঘোষাল দীং ..... বিবাদীগন

To
১) শিবকালী ঘোষাল, পিতা- শ্রী নারায়ন ঘোষাল, সাং- চককাশি, পোঃ- লোয়াদা, থানা-ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,
২) সেক পেয়ার আলি, পিতা- সেক সাদারুদ্দিন আলি, সাং- রাজহাটি, পোঃ-হাউর, (রাজহাটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের নিকট), পোঃ- হাউর, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।
...বিবাদীগন

মাননীয় মহাশয়,
আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত নং মোকর্দ্দমা বাদী উক্ত ১, ২ নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে declaration and injunction পাওন প্রার্থনায় উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদিগের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, মৌজা- জয়কৃষ্ণপুর, জে. এল. নং- ১৯১, খতিয়ান নং- ১৪৩, ১৩৫ দাগে জল ২৯ ডেঃ মধ্যে ৪ ডেঃ।
চৌহুদ্দিঃ- উত্তর-১৩৫ দাগের বাকি অংশ, দক্ষিন- ২৯০ দাগ, পূর্ব- ১৩৪ দান, পশ্চিম- রাস্তা
ইতি

অনুমত্যানুসারে
সেক শাহাজাদা
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ১ম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিসন আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

চলতি বছরের শেষ দুয়ারে কর্মসূচি শুরু ১৫ ডিসেম্বর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে একথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। আগের মতই এবারও দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন রাজ্যের বাসিন্দারা। আগামী বছরেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই রাজ্যে আবার শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকারের শিবির। মুখ্যসচিব জানান লোকসভা ভোটের আগেই এখনও যে সব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি তা সেরে ফেলতে হবে অবলম্বে।

বৃহস্পতিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব নির্দেশ দেন, দুয়ারে সরকার হওয়ার আগেই এখনও পর্যন্ত যা যা কাজ বাকি রয়েছে সেই সব কাজের টেন্ডার করে জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোন কাজ ফেলে রাখা যাবে না। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনেক টাকা এখনও পর্যন্ত খরচ করা হয়নি বিভিন্ন জেলায়। সেই টাকাগুলো অবিলম্বে খরচ করতে হবে বলে নির্দেশ দেন। তার জন্য ১৫ ই ডিসেম্বরের মধ্যেই সব টেন্ডার করে দিতে হবে। আপনারা কোন টাকা ফেলে রাখবেন না।

রাজ্যে দ্বিতীয়বার তৃণমূল ক্ষমতার আসার পর, দুয়ারে সরকার চালু করে। এই প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের কাছে প্রান্তে ক্যাম্পে করে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এবার এই শিবির চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে, রবিবার এবং ছুটির দিনে বন্ধ থাকবে এই শিবির। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার', 'স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড'-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন রাজ্যবাসী। এইবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বার্ধক্য ভাতা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার সুবিধা যুক্ত করা হচ্ছে।

হাওড়া ঘুসুরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল হাওড়াতে। শুক্রবার বেলাতে হাওড়ার ঘুসরি এলাকায় একটি প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। ওই এলাকার বিকে পাল টেম্পল রোডের একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলেই দমকল সূত্রে খবর। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসীরা। এরপরই আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় স্থানীয় মালিপাঁচঘড়া থানা ও দমকল বিভাগে। আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় একে একে করে ৫ টি গাড়ি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ করছে। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলেই দমকল সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে গেছে। এ কারণে পুরো আকাশ কালো মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে। যদিও কিভাবে আগুনের ঘটনা ঘটল তাই বিষয়ে স্পষ্ট করে জানায়নি দমকল কর্মীরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের পরিবেশ গোটা এলাকাতে। যদিও ঘটনায় কারোর

হতাহতের সন্ধান নেই বলেই দমকল সূত্রের খবর।

শুক্রবারের আগুনের প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান খান বলেন, দমকল সঠিক সময়ে এসে না পৌঁছলে গোটা এলাকাতে আগুন ছড়িয়ে পড়তো। চারিদিকে বসতির মধ্যে এইখানে প্লাস্টিকের গোডাউন কি ভাবে তৈরি হল সেটা নিয়ে প্রশাসনের নজরদারির প্রয়োজন। উল্লেখ্য, শীতের মরসুমের শুরুতেই হাওড়া শহর জুড়ে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এতে বাসিন্দারা প্রশাসনের গাফিলতিকেই দায়ী করছেন।

চেকআউট নেটওয়ার্ক সিম্পলের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা যাতায়াত পরিষেবা প্রদানকারী স্যাপ-ই এবং প্রাকৃতিক ব্যক্তিগত পরিচর্যা ব্র্যান্ড উইশকেয়ারের মতো কলকাতার ডিরেক্ট টু কাস্টমার অর্থাৎ ডি টু সি ব্যবসায়ীরা কলকাতা সহ দেশজুড়ে তাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করল। স্যাপ-ই প্রতিষ্ঠাতা মায়াঙ্ক বিন্দাল জানান, তাঁর লক্ষ্য বর্তমানে ৬০০ গাড়ির পরিষেবাকে ২০২৬ সালের মধ্যে ৫,০০০-এ নিয়ে যাওয়া। শুধু

তাই নয়, গুয়াহাটি, রায়পুর ও ভুবনেশ্বরেও এই পরিষেবা চালু করা। উইশকেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা অঙ্কিত কোঠারির লক্ষ্য এক বছরের মধ্যে কলকাতায় ২ থেকে ৩টে স্টোর সমেত সমগ্র দেশে ১৫ থেকে ২০টা স্টোর চালু করে অমনি-চ্যানেল হয়ে ওঠা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু ডিরেক্ট টু কাস্টমার সমেত দ্রুত দেশের স্টার্টআপ হাব হিসাবে উঠে আসছে সেই কারণে সিম্পলের লক্ষ্য আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২,০০০-এর বেশি ব্যবসায়ীকে তাদের নেটওয়ার্কে যুক্ত করা।

৩ ডিসেম্বর শিয়ালদা ডিভিশনে মিলবে সব ইএমইউ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল এবং লেডি কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে রবিবার। এই সব চাকরিপ্রার্থীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন পরিকল্পনা নিয়েছে, এমনটাই জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সমস্ত ইএমইউ পরিষেবা মিলবে। রবিবার সাধারণত বেশ কয়েকটি ইএমইউ পরিষেবা বাতিল করা হয়ে থাকে। তবে ৩ ডিসেম্বর পরীক্ষা উপলক্ষ্যে মিলবে সব কটি ইএমইউ পরিষেবা।

পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে ১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স, ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাংকিং মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি যেটি ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সিকিউর বন্ডের প্রথম পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে ১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে চলেছে, এমনটাই জানালেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট এবং চিফ বিজনেস অফিসার মনোজ পাসাংঘা। এই বন্ডগুলো ১০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন এবং উচ্চ মাত্রার নিরাপত্তা প্রদান করে বলে দাবি করা হয়েছে সংস্থার তরফ থেকে। ইস্যুটি সোমবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ওপেন হবে এবং শুক্রবার, ১৫ ডিসেম্বর বন্ধ হবে। আইআইএফএল বন্ডগুলো ১ হাজার টাকার ফেস ভ্যালুতে ইস্যু করা হবে এবং সমস্ত ক্যাটেগরিতে সর্বনিম্ন অ্যাপ্লিকেশন সাইজ ১০ হাজার টাকা। এটি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ ভিত্তিতে দেওয়া হবে।সংস্থার তরফ থেকে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এও জানানো হয়, আইআইএফএল সমস্তা হল আইআইএফএল ফাইন্যান্সের একটি অংশ, যার ৭৩,০৬৬ কোটি টাকার লোন অ্যাসেট রয়েছে।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক সত্যব্রত আচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের সদস্য সত্যব্রত আচার্য। শুক্রবার তিনি এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে গেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে প্রথমে সত্যযুগ এবং পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় দীর্ঘদিন কাজ করেন।

হাওড়া-বর্ধমান বিভাগে একাধিক ট্রেন বাতিল পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া বিভাগে নন - ইন্টারলকিং কাজের দরুন আবার একাধিক ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে চেরাগ্রাম, গুড়াপ, জাউগ্রাম এবং মশাগ্রাম স্টেশনে নন - ইন্টারলকিং-এর কাজের দরুন ২ ডিসেম্বর ও ৩ ডিসেম্বর (শনিবার, রবিবার) ৭ ঘণ্টার জন্য ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২ ডিসেম্বর বাতিল হওয়া ইএমইউ ট্রেনের তালিকা।
হাওড়া থেকে ৩৬৮৪৯, ৩৬৮৫১, ৩৬৮৫৫
বর্ধমান থেকে ৩৬৮৬০

৩ ডিসেম্বর বাতিল হওয়া ইএমইউ ট্রেনের তালিকা।
হাওড়া থেকে ৩৬৮১১, ৩৬৮১৩
বর্ধমান থেকে ৩৬৮১২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮১৬, ৩৬৮১৮

ব্যান্ডেল - বর্দ্ধমান লাইনে ঘুরপথে চলা ট্রেনের তালিকা।
১২৩২১ হাওড়া - মুম্বাই এক্সপ্রেস (হাওড়া থেকে ২ ডিসেম্বর)
১২৩৩১ হাওড়া, জম্মু তাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস (হাওড়া থেকে ২ ডিসেম্বর)
১২৩০৭ হাওড়া, যোধপুর এক্সপ্রেস (হাওড়া থেকে ২ ডিসেম্বর)
১২৩৭৭ শিয়ালদা, নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (শিয়ালদা থেকে ২ ডিসেম্বর)

বর্ধমান - ব্যান্ডেল লাইনে ঘুরপথে চলা ট্রেনের তালিকা।
১২৩৭০ দেরাদুন , হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩০৮ যোধপুর , হাওড়া এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩৪৬ গুয়াহাটি, হাওড়া সারাইঘাট এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩৫৩ রাজেন্দ্র নগর , হাওড়া এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২১৭৬ গোয়ালিওর, হাওড়া এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩৩৪ প্রয়াগরাজ রামবাগ , হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩১২ কালকা, হাওড়া এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১৩১৪৮ বামনহাট, শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)
১২৩৪৪ হলদিবাড়ি, শিয়ালদা দার্জিলিং মেল (বর্ধমান পৌঁছবে ৩ ডিসেম্বর)

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য পূর্ব রেল দুঃখ প্রকাশ করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ ডিসেম্বর ১৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, শনিবার

ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামকে তলবের প্রস্তুতি শুরু করে দিল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলের তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় সিবিআই। সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকাও উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, এই টাকার উৎস জানতে ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামকে তলব করবে সিবিআই। তার প্রস্তুতিও নেওয়া শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। বৃহস্পতিবারের তল্লাশি অভিযানে ৮ জায়গায় শুধু প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিই নয়, আরও একাধিক পদে চাকরি সংক্রান্ত নথি মিলেছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে কেন এত টাকা বাড়িতে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জাফিকুলের দাবি এটা তাঁর জমি বিক্রির টাকা। সম্প্রতি তিনি একটি জমি বিক্রি করে সেই টাকা পান বলে দাবি করেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, কখনও কোনও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম এও জানান, 'ওনারা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এসেছিলেন। তবে এরসঙ্গে আমার কখনওই কোনও যোগ ছিল না। চারদিন আগে জমি বিক্রি করে ২৪ লক্ষ টাকা পাই। দলিলটাও আছে।'

বৃহস্পতিবার সিবিআই আধিকারিকেরা হানা দিয়েছিলেন বঙ্গ রাজনীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত কলকাতার পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর বাড়িতেও। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপের বাড়িতে ছিলেন তদন্তকারীরা। এই দীর্ঘ সময় ধরে চলে খানাতল্লাশিও। সিবিআই সূত্রে খবর, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বাড়ি থেকে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট, বেশ কিছু বায়োডাটা মিলেছে। এদিকে বৃহস্পতিবারই

জানা গিয়েছিল, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের মোবাইল নিয়ে গিয়েছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা। এদিন সিবিআইয়ের যে অভিযান, তা মূলত প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত ছিল। তবে সিবিআই সূত্রে খবর, এদিনের তল্লাশিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা।

এদিকে সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর বাড়ি থেকে বেরনোর পর কাউন্সিলর জানিয়েছিলেন,'মনে হল সিবিআই সন্তুষ্টই।' এইসঙ্গে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি। তিনি বৃহস্পতিবার এও বলেন, তদন্তের স্বার্থে সিবিআই ডাকলে নিশ্চয়ই যাব।' এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, এই খানা তল্লাশিতে সেখান থেকে মিলেছে ১০০ পাতার নথি। একইসঙ্গে বাপ্পাদিত্যর বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড, রেকমেনডেশন লেটারও পাওয়া গিয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের একাধিক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও মিলেছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সংক্রান্ত তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হয় বলেও খবর। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বাপ্পাদিত্য একটা সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পার্থ জেলে যাওয়ার পর থেকেই তিনি তদন্তকারীদের স্ক্যানারে।

১০,০০০ পাঁঠা বলির মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ হাজার পাঁঠা বলির উপর নিষেধাজ্ঞা দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই সব উৎসবের অন্য ধরনের মেজাজ থাকে। এর সঙ্গে জড়িত অনেকের বিশ্বাস। অনেক রাজ্যে মোরগ লড়াই হয়। দক্ষিণ ভারতে জাল্লিকাট্টুর মতো খেলা আদালত বন্ধ করে দেয়নি। এই কথা জানিয়ে পাঁঠাবলির উপর নিষেধাজ্ঞা দিল না আদালত।

দক্ষিণ দিনাজপুরে রাসপূর্ণিমার পর বোল্লা গ্রামে শুরু হয় বোল্লা কালী পুজো। সেই পুজোয় ১০ হাজার পাঁঠা বলি হয়। এই পাঁঠাবলি নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। মামলাকারীর আইনজীবী জানান, লাইসেন্স ছাড়া

যেখানে-সেখানে পশুবলি হতে পারে না। রাজ্যের উচিত এটা বন্ধ করা। পশুদের উপর হিংসা বন্ধ করা উচিত।

এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে, উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বলি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে পুজো কমিটিকে বলতে পারি, যাতে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করে। মার্চ মাসে এই নিয়ে এই রিপোর্ট দেবে পুজো কমিটি। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে জাল্লিকাট্টু নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রসঙ্গও টেনেছে বেঞ্চ। চলতি বছর তামিলনাড়ুতে ষাঁড়ের খেলা জাল্লিকাট্টুকে বৈধতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই নিয়ে তামিলনাড়ু সরকার যে আইন এনেছিল, তাকে বৈধতা দিয়েছে। কেএম জোসেফের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, জাল্লিকাট্টুর সঙ্গে নৃশংসতার কোনও যোগ নেই। একে রক্তক্ষয়ী খেলাও বলা যায় না। তবে এই খেলায় ব্যবহৃত পশুদের সুরক্ষা রাজ্যকে নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে ফের ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই। শুক্রবার বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় এই মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ, নীলাদ্রি ঘোষ, তাপস মণ্ডল, কৌশিক মাঝি এবং পার্থ সেনকে। এদিনের অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী আদালতে আবেদনে জানান, চার্জশিট হওয়ার পরেও এই মামলার তদন্তই হয়ে চলেছে। তাহলে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে কবে? এদিকে সিবিআই আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তিনদিন আগেই জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে, তাহলে একই আবেদন করা হচ্ছে কেন? এসব শুনেই বিচারক রানা দাস বলেন, এই মামলার আদি আছে, অন্ত নেই।

এরই প্রেক্ষিতে সিবিআইকে বিচারক রানা দাস প্রশ্ন করেন, বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতে দেরি হচ্ছে কেন তা নিয়ে। এদিন অভিযুক্ত পার্থ

সেনের আইনজীবী আদালতে জানান, 'কোনও কপি সার্ভ করা হচ্ছে না। চার্জশিটে কী আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না।' প্রত্যুত্তরে সিবিআই আইনজীবী জানান, সব নথি দেওয়া হয়েছে। তা শুনে বিচারকের আরও প্রশ্ন, '৪০টি নথি দেওয়া হয়েছে? কোন ভাষায় বোঝাব আপনাকে? চেষ্টা করুন কোর্টকে সাহায্য করতে। আদালতকে বিরক্ত করবেন না। আগামী দিনের মধ্যে আদালতে সব নথি জমা করতে হবে। আদালত ঠিক করবে কাকে কোন নথি সরবরাহ করা হবে।' মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ ডিসেম্বর।

এদিন কুন্তলের জামিনের আবেদনের শুনানিতে বিচারক তাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, জামিন নিয়ে কি আপনি আশাবাদী? উত্তরে কুন্তল জানান, 'বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আছে। এক কথা বলে আসছি, আমি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার।' পাশাপাশি এদিন আদালতে ধৃত তাপস মণ্ডল, কৌশিক মাজি এবং পার্থ সেন জামিনের আবেদন করেন। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৫ ডিসেম্বর ধৃত তাঁদের জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওইদিন মামলার পরবর্তী শুনানি। এইদিনই সমস্ত নথি সিবিআইকে জমা দিতে বলা হয়।

খাস কলকাতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু এক মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাস কলকাতায় ঘরের ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম সাথী বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্য কলকাতার মুচিপাড়া থানার ১২ নম্বর ক্রিক লেনের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিনে বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ এই বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসে এক মহিলার তীব্র আর্তনাদ। সঙ্গে নজরে আসে ঘরের দরজা থেকে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলছে গোটা বাড়ি। আর এই আগুনের মধ্যেই আটকে পড়েন বছর ৫২-র সাথী বন্দ্যোপাধ্যায়। আগুন নিভিয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দমকল সূত্রে খবর, শুক্রবার বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ এই আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান আত্মঘাতী হওয়ার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার খুলেই নিজেই ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনা নেপথ্যে কী রয়েছে তদন্ত করছে পুলিশ। সাথী দেবীর এক পড়শি জানান, 'ওই ভদ্রমহিলা আমাদের উপরেই থাকেন। বারান্দা দিয়ে মুখ বার করে দেখি উপরে আগুন লেগেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে আশেপাশের সকলে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে আসে ২টি দমকলও। মহিলা ভিতরে একাই ছিলেন। দমকলকর্মীরাই এসে উদ্ধার করে নিয়ে যান তাঁকে।' এদিকে এলকার অনেকেই জানান, নিহত সাথী বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রিক লেনের ওই বাড়ির দোতলায় থাকতেন। স্বামী এবং ছেলেকে নিয়েই তাঁর সংসার। দু'জনেই বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। মহিলার ছেলে নেশা করে বাড়িতে অশান্তি করত। মাকে সে মারধর করত বলেও অভিযোগ। সেই অশান্তির জেরে সাথী চরম সিদ্ধান্ত নেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে মুচিপাড়া থানা সূত্রে খবর, সাথী দেবীর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

জাতীয় সংগীত অবমাননা, বিজেপি বিধায়কদের তলব লালবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগে রীতিমতো বিপাকে বিজেপি বিধায়করা। তদন্তে নেমেই গেরুয়া শিবিরের বিধায়কদের তলব করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। আগামী সোমবার পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বুধবার বিকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য বিধানসভা। বিআর আম্বেদকরের মূর্তির নিচে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি চলছিল। উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় হাজির হন। তৃণমূলের ধরনার কাছেই পালটা ধরনা শুরু করেন তাঁরা। 'চোর, চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। এরই মধ্যে ধরনাস্থলে জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে তৃণমূল। অভিযোগ, ওই জাতীয় সংগীত চলাকালীনও নিজেদের মতো স্লোগান দেওয়া চালিয়ে যায় বিজেপি। জাতীয় সংগীতের সময়ে উঠে না দাঁড়ানোয় বিজেপির ১২ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর হয়েছে। কারণ, তাঁরা জাতীয় সংগীতের অবমাননা করেছেন বলে অভিযোগ। হেয়ার স্ট্রিট থানা থেকে ওই মামলার তদন্তভার গিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে। তদন্তে নেমেই আগামী সোমবার ৫ বিজেপি বিধায়ককে তলব করেছে লালবাজার। পরে বাকি বিজেপি বিধায়কদেরও তলব করা হতে পারে। শুধু তাই নয়, আইনি বাধা পেরিয়ে কীভাবে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায়, সেটা নিয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু করছেন লালবাজারের কর্তারা।

সাইবার প্রতারণার শিকার বিধানসভার মুখ্য সচেতকের প্রাক্তন দেহরক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার সাইবার প্রতারণার শিকার বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের প্রধান দেহরক্ষীর দায়িত্বে থাকা কালীচরণ মাঝি। অর্থাৎ পুলিশের ঘরেই এবার হ্যাকারের থাবা। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সাত লাখেরও বেশি টাকা গায়েব হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন পুলিশ কর্মী কালীচরণ মাঝি। গত মাসের ২৩ তারিখ অবসর নেন তিনি। গত সপ্তাহে বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার জন্য কালীচরণের কাছে একটি ফোন আসে। সেখানেই তাঁকে বলা হয়, ফোন মারফতই তিনি বিল জমা করতে পারবেন। আলাদা করে তাঁকে বিদ্যুতের বিল জমা দিতে হবে না। এরপরই তাঁকে বলা হয় একটি অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য। সেই অনুযায়ী মেসেজও আসে তাঁর অ্যাকাউন্টে। আর সেই লিঙ্কে ক্লিক করেন প্রাক্তন এই পুলিশকর্মী। বিদ্যুৎ বিল সেই অ্যাকাউন্টে পাঠানোর

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও বন্ধন ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট থেকে মোট সাত লাখ ১৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন হ্যাকাররা। টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ওই প্রাক্তন পুলিশ কর্মী বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপরই তিনি যোগাযোগ করেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটরের দপ্তর এবং সাইবার ক্রাইম থানায়। অভিযোগও দায়ের করেন।

এই অভিযোগে তিনি জানান, গত ২৩ নভেম্বর তাঁকে একটি মেসেজ করা হয়। সেখানে একটা নম্বর ছিল। এরপর ওই নম্বরে ফোন করলে জানানো হয় ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে ফোন করেছে। সঙ্গে এও জানানো হয় যে, বিল আপডেট নয়। তবে কালীচরণ বাবু জানান, বিল জমা দেওয়া হয়েছে। এরপরই ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, ফোনে একটা ওটিপি যাবে, তা যেন দিয়ে দিই। ওটিপিটা শেয়ার করার পরই টাকা তোলা শুরু হয়। সাত লাখের বেশি টাকা তুলে নেওয়া হয়। সঙ্গে খেদের সঙ্গে এও জানান, 'সকলকে সচেতন করার পরও এই ভুল করে বসলাম।' তবে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিএড-এ ভর্তি নিয়ে 'হুমকি', বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

অশোক সেনগুপ্ত

বেআইনিভাবে পড়ুয়া ভর্তি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় (বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি)। বেশ কিছুদিন ধরেই আইনভঙ্গকারী কলেজগুলো এবং পড়ুয়াদের একাংশ সঙ্গবদ্ধ হয়ে চাপ তৈরি করছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর। এ ব্যাপারে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বৃহস্পতিবার থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভিডিওতে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ এবং বেসরকারি একটি বিএড কলেজের কর্তা মলয় পিটকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন টিচার্স ফোরামের তরফে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে মঙ্গলবার একপ্রস্থ অবস্থান বিক্ষোভ করেছি। এরকম কর্মসূচিতে আমরা আর যাব না। উনি বলেছেন এই মুহূর্তে আমরা আর শিক্ষক নই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে ওনার কাছ থেকে আমাদের চাকরির সুনিশ্চিতকরণ এবং উনি চাকরি দেবেন, সেরকম আশ্বাস নেব। যদি কোনওভাবে নাইট ক্লাব বা বারের মতো বাউন্সার আমাদের আটকাতে আসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের তালা ভেঙে ঢুকব এবং ভিসি-কে ঘেরাও করে রাখব। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সাসপেন্ড করা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন বিএড কলেজের (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন) এনসিটিই-র নির্দেশিকা মেনে চলার কথা। কিন্তু কিন্তু তা মানা হচ্ছিল না। এই অবস্থায় স্বচ্ছতা এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তার খাতিরে কড়া হাতে বিএড কলেজগুলোর বিভিন্ন অনিয়ম বন্ধ করা জরুরি হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে এ রাজ্যে

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, বিরোধিতায় শিক্ষামন্ত্রী

■ লাগাতার হুমকির জেরে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার থেকে সাময়িক বন্ধ রাখার প্রবল বিরোধিতা করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিধানসভায় তাঁর ঘরে বসে ব্রাত্যবাবু এক ভিডিও-বার্তায় তার প্রতিক্রিয়া দিলেন। পরে বিভাগীয় সচিব বললেন, এই নির্দেশিকা রাতে মেল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন। এটা তো কোনও পন্থা হতে পারে না! আমার দপ্তর যদি ঠিকঠাক না চালাতে পারি আমি তো তালা লাগিয়ে চলে যেতে পারি না! তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করে চলে যাওয়া ভালো! যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে আমাদের জানান। তবে, তার আগে চ্যান্সেলরকে জানানো উচিত। কারণ তাঁর কথা শুনেই তো এই সব উপাচার্যরা এসেছেন। আমি এটা নিয়ে দপ্তরের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বলেছি। আমি মনে করি এভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা কোনওভাবে কাম্য নয়। ওপরওয়ালা চ্যান্সেলারের সঙ্গে কথা বলে ওঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা জানিনা! তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা কোনওভাবে সমর্থন করছি না। এখানে কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে আইনি পরামর্শ নেব।

প্রসঙ্গত, উপাচার্যর পদে কেউ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে প্রবল ব্যাঘাত ঘটায় আচার্য তথা রাজ্যপাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য মনোনীত করেন। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানায় রাজ্য। শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, এঁরা 'অনুপ্রবেশকারী'। আমাদের অনুমতি না নিয়ে এঁদের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ প্রকাশ্যে আসে। শিক্ষামন্ত্রীর শুক্রবারের বিবৃতিতেও তার স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে।

এদিকে, বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সহযোগিতা চেয়ে সরকারের ওপরমহলে চিঠি দেওয়া হল। অভিযোগ করা হয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে নোংরা কথাবার্তা ও প্রচার সহ আন্দোলন ক্যাম্পাসের মধ্যে নিয়মিত পড়াশোনা ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্ত্রাসের পরিবেশ প্রচার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর হামলা হতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের তরফে পৃথকভাবে এই লিখিত আবেদন করা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বালিগঞ্জ থানার ওসি-র কাছে।

উপাচার্য হিসাবে সেই হাল ধরলেন ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা আইন না মেনে এতকাল বিএড কলেজ চালিয়ে এসেছেন, তাঁদের পাল্টা চাপ বাড়তে লাগল উপাচার্যের ওপর। কিন্তু উপাচার্য সবিনয়ে সে সব প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন।

বি এড কলেজ ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৫ অগস্ট থেকে। ৩১ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোন কোন মানদণ্ড পূরণ করা আবশ্যিক। গত ৩০ অক্টোবর অনুমোদন পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-সহ অনলাইনে আবেদনের শেষ দিন ছিল। প্রায় ৩২ হাজার পড়ুয়া এভাবে ভর্তিও হন।

কিন্তু কেউ তাঁদের প্রশ্ন করছে না, অনলাইনে ভর্তির বাধ্যবাধকতাকে আমল না দিয়ে কেন, কোন আইনের বলে পড়ুয়াদের ভর্তি করা হবে? কেন কলেজগুলি পঠনপাঠন, শিক্ষক-মনোনয়ন ও তাঁদের সাম্মানিক প্রদান ও পরিকাঠামোর আবশ্যিক নিয়মগুলো মানবে না? বিশেষ করে রাজ্য সরকার যখন বিএড কলেজগুলোয় ভর্তির বাধ্যতামূলক নিয়ম কর্তব্যগুলো ওয়েবসাইটে নিয়মিত জানিয়েছিল এবং গত শিক্ষাবর্ষেও যেখানে এই সমস্যাগুলো গড়িয়েছিল আইনের দরজা পর্যন্ত? এবারেও বি এড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি পদক্ষেপে যথাযথ এবং আগাম জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে?

বিএড-এ ভর্তি নিয়ে বেশ কয়েক হাজার পড়ুয়া উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন। তাঁরা একবারও নিজেদের দোষের কথা কি ভাবতে রাজি নন? কেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে তাঁরা ভর্তির চেষ্টা করেননি? যদি সেই চেষ্টা করেও কেউ মনোনীত না হন, তাহলে ফের বেসরকারি কোনও কলেজের মাধ্যমে অফলাইনে ভর্তি হওয়া কি বেআইনি নয়? তেমনই, বেসরকারি বিএড কলেজগুলো কেবল ব্যবসা করার জন্য আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করবেন, এটাও কি কোনও সভ্য, আইননিষ্ঠ সমাজে চলতে পারে?

সিআইডি'র হাতে এল আরও দু'টি বেআইনি নিয়োগের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছে রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি। এই তদন্ত চলাকালীন আরও বড় তথ্য উঠে এল রাজ্যের গোয়েন্দাদের হাতে। আরও দু'টি বেআইনি নিয়োগের সন্ধান মিলেছে বলে হাইকোর্টে দাবি করল সিআইডি। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয় বলে খবর আদালত সূত্রে।

সিআইডির দাবি, বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের দু'টি স্কুলে একটি করে বেআইনি নিয়োগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দু'জনেই বর্তমানে কর্মরত। এই দু'জনের নাম ও স্কুলের নামও শুক্রবারে আদালতে জানানো হয়। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে এমন তথ্য জানার পরই বিচারপতি বসু জেলা স্কুল পরিদর্শকদের নির্দেশ দেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এফআইআর দায়ের করার জন্য। এফআইআর দায়ের হলে, সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করবে সিআইডি, এমনটাই নির্দেশ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চের।

তদন্ত চলাকালীন আরও বড় তথ্য উঠে এল রাজ্যের গোয়েন্দাদের হাতে। আরও দু'টি বেআইনি নিয়োগের সন্ধান মিলেছে বলে হাইকোর্টে দাবি করল সিআইডি। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয় বলে খবর আদালত সূত্রে।

এদিকে শুক্রবার হাইকোর্টের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে বাঁকুড়ার জেলা স্কুল পরিদর্শক পীযূষকান্তি বেরা জানান, এখনও পর্যন্ত আদালতের তরফে কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছয়নি তাঁদের কাছে। নির্দেশিকা পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বাঁকুড়া জেলায় যে শিক্ষিকার বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে, তিনি আবার এক শিক্ষাকর্তার স্ত্রী। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলে বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার একাধিক শুনানি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। হাইকোর্টে ধমকও খেতে হয়েছে সিআইডিকে। এদিকে ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক জনকে গ্রেপ্তারও করা হয় গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক বাবা ও তাঁর পুত্র। ওই প্রধান শিক্ষকের ছেলেও ভূগোলের শিক্ষক, যাঁর নিয়োগ ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ডিআইও।

সম্পাদকীয়

শিক্ষা কত দ্রুত যে রসাতলে যাচ্ছে, তার হিসাব কে রাখে?

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে চলেছে। নির্বাচনী কাজ পরিচালনা থেকে শুরু করে সরকারের নানা ধরনের কাজ করতে শিক্ষকদের বাধ্য করা হচ্ছে। আর আছে শিক্ষকদের রকমারি ট্রেনিং, মিড-ডে মিলের বাজার করা ইত্যাদি। হাজার হাজার শিক্ষক পদ শূন্য। বহু স্কুলে এক জন মাত্র শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের পরিসংখ্যান আর বাস্তবের ফারাকটা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এই চূড়ান্ত অবহেলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে মনে হয় যেন সরকার শিক্ষাব্যবস্থাটির থেকে দ্রুত হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে।

শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। অথচ, জনমানসে শিক্ষকরাই আসামীর কাঠগড়ায়। তাঁদের কোনও দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা নেই; এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশকে যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে, তা যে শিক্ষাদান ও গ্রহণে উত্তরোত্তর অমনোযোগী করে তুলবে, এ সত্য কি অস্বীকার করা যাবে? জাতি গঠনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব আমরা ভুলতে বসেছি। শিক্ষা যেন আর পাঁচটা সাধারণ বিষয়ের মতো একটি।

এ দেশে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় সংগ্রামের কথা মনে পড়ে। পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির বিকল্প জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কী অপরিসীম প্রচেষ্টা। আজকের শাসকবর্গ কি তার খোঁজ রাখেন? শিক্ষকদের তরফেই বা সরকারি কাজ করতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ কই? শিক্ষক সমিতিগুলি যদি একত্রে প্রতিবাদে নামে, তা হলে হয়তো সরকারের কানে ঢুকবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্রুত রসাতলে পাঠানোর যে বিরাট আয়োজন চলছে, তার থেকে অন্তত এই প্রশ্নে কিছুটা উপশম হতে পারে।

শাশ্বত কথা

মন্দির

মন্দির ও গির্জা, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান- এগুলি কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক--প্রাথমিক সাধক শক্ত সবল হইয়া ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়,তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

সিক্ক স্মিতা

১৯৪২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রুসি জিজিবয়ের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে পি নাড্ডার জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সিক্ক স্মিতার জন্মদিন।*

প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার

সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রথম আত্মজীবনী লেখার জন্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মহিলা লেখকদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন রাসসুন্দরী দেবী। তিনি জন্মেছিলেন ১৮০৯ সালে। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার পাতাজিয়া গ্রামে। ১৮৬৮ সালে তাঁর যখন সাতষট্টি বছর বয়স, তখন 'আমার জীবন' নামে তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মধ্যে ছোট ছোট মোট ১৬টি রচনা রয়েছে। এবং সেই বই প্রকাশের একুশ বছর পরে তাঁর যখন অষ্টআশি বছর বয়স, তখন সেই আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে ১৫টি ছোট ছোট রচনা রয়েছে। এবং প্রত্যেকটিই শুরু হয়েছে উৎসর্গমূলক এক-একটি কবিতা দিয়ে।

আর তাঁর এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু প্রথম বাঙালি হিসাবে নয়, প্রথম ভারতীয় নারী হিসাবে আত্মজীবনী লেখার গড়িমা অর্জন করেন তিনি। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা যিনি ভারতের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যেখানে নারীশিক্ষা প্রায় অসম্ভব ঘটনা ছিল, সেখানে নিজের চেষ্টায় বই পড়া শেখেন তিনি। তাঁর পৈতৃক বাড়িতে একজন মিশনারি মহিলা দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা ছিল। সেখানে বাড়ির ছেলেরা পড়াশোনা করত। রাসসুন্দরী সেখানে কিছুক্ষণের জন্য যেতেন এবং আড়াল থেকে পড়া শুনে শুনে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই অক্ষরজ্ঞান লাভের পরে রান্নাঘরের মেঝেতে আঁক কাটতে কাটতে বর্ণ লেখাও রপ্ত করে ফেলেন। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাংলার উনিশ শতকের সমাজের ইতিহাসে রাসসুন্দরী দেবীর লেখা 'আমার জীবন' নামের প্রথম আত্মজীবনীটি এক নারীর লড়াই এবং শিক্ষিত হয়ে ওঠার পিছনের কাহিনি ধরা পড়েছে।

১৮০৯ সালে বাংলাদেশের পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে রাসসুন্দরী দাসীর জন্ম হয়। তাঁর বাবা পদ্মলোচন রায়। মেয়ের যখন মাত্র ৪ বছর বয়স, তিনি মারা যান।এত ছোট বয়সে বাবার মৃত্যুর কারণে বাবার সঙ্গে তাঁর কোনও বন্ধনই গড়ে ওঠেনি। মা এবং একান্নবর্তী পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গেই বড় হয়েছেন তিনি।

প্রথাগত কোনও শিক্ষায় শিক্ষিত হননি রাসসুন্দরী দেবী। তৎকালীন সমাজে নারীর শিক্ষিত হওয়াটাই ছিল অপরাধের। মেয়েদের পাঠগ্রহণ বা পাঠশালায় বসতে দেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হত না। কিন্তু তবু তাঁর পরিবারের মানুষের উদারতার কারণে মাত্র আট বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। সেইকালে ওই বয়সে অন্যান্য মেয়েরা যখন রান্নাবাটি, পুতুলখেলায় মেতে থাকত, সেই সময় তাঁর অভিভাবকেরা রাসসুন্দরীকে পাঠশালায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে এক বিদেশি শিক্ষিকার পাশে বসে বাড়ির অন্য ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন রাসসুন্দরী। ছেলেদের পড়া শুনে শুনেই বাংলা বর্ণমালা শিখে ফেলেন তিনি। এমনকী শুনে শুনেই অল্প-স্বল্প পার্সি ভাষাও রপ্ত করে ফেলেন। হঠাৎ একদিন বাহির-বাড়িতে আগুন লেগে সব ছারখার হয়ে যায়, পুড়ে যায় রাসসুন্দরীর স্বপ্নের পাঠশালাটিও। আগুন লাগার ভয়ে নদীর তীর পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই থেকেই তাঁর পড়াশোনার ইতি।

বারো বছর বয়সে খিড়কিঘাটে আসা মহিলাদের থেকে জানতে পারেন যে, তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁর বিয়ের আয়োজন করছেন। তৎকালীন বাংলায় মেয়েকে বিয়ের কথা জানানোর রীতি প্রচলিত ছিল না। ন'বছর বয়সে গৌরীদান আর তেরো বছর বয়সে সন্তান জন্ম দেওয়ার রীতি এবং অভ্যাসই সমাজে প্রচলিত ছিল।

বারো বছর বয়সেই রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয়। ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়িতে এসে মা-হারা রাসসুন্দরী শাশুড়ি মাকেই নিজের মায়ের স্থান দেন এবং তাঁকেই নতুন মা হিসেবে মান্যতা দেন। শ্বশুরবাড়িতে আটজন দাসী থাকার কারণে সেভাবে প্রথম দু'বছর কোনও কাজই করতে হয়নি রাসসুন্দরীকে। মাটি দিয়ে বিড়াল, সাপ, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদি বানিয়ে মজা করতে করতেই দিন অতিবাহিত করতেন তিনি। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাধ্য হয়েই বুক অবধি ঘোমটা টেনে সব কাজ করতে হত তাঁকে। বাইরের লোক তো বটেই, এমনকী নিজের স্বামীর সামনেও ঘোমটা সরানো অপরাধ ছিল। কিন্তু বিয়ের প্রথম দু'বছর পরেই তাঁর শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তখন থেকেই গৃহদেবতার সেবা, ভোগ রান্না, অতিথি সৎকার, রান্না ইত্যাদি সব কাজই তাঁকে একা হাতে করতে হত। মাত্র চোদ্দো বছর বয়স থেকেই তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই অনেক রাত অবধি কাজ করতে হত। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, এই বিবাহ নামক বিষয়টিকে তাঁর একটি খাঁচা বলেই মনে হত। বাল্যকালের স্বাধীনতার জীবন শেষ করে পালকি আর নৌকায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তেতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাসসুন্দরী দেবী মোট বারোটি সন্তানের জন্ম দেন। তার মধ্যে ৭ জন জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। এতগুলো সন্তান হওয়ায় এবং তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণে অসংখ্য মৃত্যু তাঁকে চোখের সামনে দেখতে হয়েছে। তাঁর সাতটি সন্তানের মৃত্যু হয় চোখের সামনেই। হারিয়েছেন নাতি-নাতনিদেরও। এই সব প্রিয়জনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা কতখানি দুঃসহ শোকের তা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনিতে। এ ছাড়াও তিনি তাঁর স্বামীকে হারান ১৮৬৮ সালে। এই বছরেই তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। কেমন ছিল সে আত্মজীবনী? সে প্রসঙ্গে পরবর্তিকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটির 'ঘটনাবলীর বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা' এবং অভিব্যক্তির 'সহজ মাধুর্য্য'র প্রশংসা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, তাঁর গদ্য একটি 'অতীত যুগের সহজ গদ্য রচনার সংক্ষিপ্তসার'। তাঁর লেখা 'আমার জীবন' বইটি হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর ছেলে ও মেয়েদের নাম যথাক্রমে বিপিনবিহারী, পুলিনবিহারী, রামসুন্দরী, প্যারীলাল, রাধানাথ, দ্বারকানাথ, চন্দ্রনাথ, কিশোরীলাল, প্রতাপচন্দ্‌ শ্যামসুন্দরী এবং মুকুন্দলাল। তাঁর ছেলে কিশোরীলাল সরকার কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়েরও লেখক ছিলেন তিনি।

এর আগে তেইশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হলেও গর্ভাবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সন্তানাদির দেখাশোনার পাশাপাশি সর্বক্ষণ তাঁর মনের মধ্যে বই পড়ার এক অদম্য বাসনা উছলে উঠত। লেখাপড়া শেখার জন্য রাসসুন্দরীর যে আগ্রহ, যে প্রবল ইচ্ছা, তা সেকালে নারীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু সাংসারিক দায়-দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও পড়তেন একের পর এক বই। সারাদিনের কাজের শেষে তাঁর স্বামীর কাছে এসে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতেন রাসসুন্দরী। বেশিরভাগ দিনই অনেক রাতে কাছারিবাড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরতেন তাঁর স্বামী। আর রাসসুন্দরী তাঁর অপেক্ষায় থেকে থেকে শেষে আর খেতেনই না। কিন্তু সংসারের কেউই সে খবর রাখতেন না।

রামদিয়া গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে তাঁর স্বামীর 'জয়হরি' নামে একটি ঘোড়া ছিল। বাড়ির চাকরেরা রাসসুন্দরীর বড় ছেলেকে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু লজ্জাশীলা রাসসুন্দরী বাইরের উঠোনে সেই ঘোড়ার সামনে যেতে লজ্জা পেতেন। এমনকী সেই জয়হরি নামের ঘোড়া বাইরের উঠোনে ছড়িয়ে রাখা ধান খেতে দেখলেও তাকে বিরত করতে যেতে সংকোচ বোধ করতেন তিনি। তাঁর মনে সব সময়ই একটা ভয় কাজ করত, স্বামীর প্রিয় ঘোড়াকে তিনি কীভাবে বিরত করতে পারেন!

বিয়ের পরে তাঁর মনে হয়েছিল, বিদ্যাহীন জীবন আসলে পশুর মতো। আর তাই বই পড়ার আগ্রহে বাড়িতে থাকা চৈতন্যভাগবতের পুঁথি সংগ্রহ করেন তিনি, তাও নিজে সেটি সংগ্রহ করার বদলে ভয়ে ভয়ে বড় ছেলে বিপিনবিহারীকে দিয়ে সেই পুঁথি নিয়ে আসেন তিনি। সেই চৈতন্যভাগবতের একটি পাতা খুলে রান্নাঘরের এককোণে লুকিয়ে রাখেন আর একই সঙ্গে সেখানে লুকিয়ে রাখেন বড় ছেলের লেখা তালপাতা। সংসারের কাজ সেরে অবসর পেলেই সেই চৈতন্যভাগবতের পুঁথি নিয়ে বসে পড়তেন তিনি। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর তিন ননদ রাসসুন্দরীর পড়ার আগ্রহের কথা জেনে বেশ সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। ক্রমে পড়তে শিখলেন তিনি। কিন্তু লেখা শেখার জন্য যে কলম, দোয়াত, পাতার দরকার সেগুলো জোগাড় করার কোনও উপায় ছিল না তাঁর। শাশুড়ির মৃত্যুর পরে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব যেমন বেড়েছিল তাঁর, তেমনি সকলের কাছে তিনি বাড়ির কর্তা ঠাকুরানি হয়ে উঠেছিলেন। শুধুই চৈতন্যভাগবত নয়, ধীরে ধীরে আঠারো পর্বের চৈতন্যচরিতামৃত, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি-পুরাণ সমস্ত বইই পড়ে ফেললেন তিনি। কিন্তু বাড়িতে যে বাল্মীকি-পুরাণ ছিল তাতে শুধু আদিকাণ্ড ছিল, সাতটি কাণ্ড ছিল না। ফলে আদিকাণ্ড পড়ে তিনি এতটাই মোহিত হয়ে পড়েন যে, বাকিগুলো পড়ার জন্য তিনি প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাঁর ছেলে দ্বারকানাথ কলেজ থেকে বাড়িতে এলে তিনি তাঁকে বাকি খণ্ডগুলো আনার কথা জানালেন তিনি। মায়ের আগ্রহ দেখে তাঁর ছেলে সেই বাল্মীকি-পুরাণ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।কিন্তু সে বইয়ের লেখার হরফ এত ছোট ছিল যে, রাসসুন্দরী বই হাতে পেয়েও তা পড়তে পারলেন না। তাঁর ছেলে কিশোরীলাল তাঁকে চিঠির উত্তর দেওয়া শেখাতে লেখার সব সরঞ্জাম কিনে অভ্যাস করতে বলেন। একদিন সীতানাথ সরকার অর্থাৎ রাসসুন্দরীর স্বামীর টাইফয়েট জ্বর হলে রাসসুন্দরী তাঁকে ছেলে দ্বারকানাথের কাছে কাঁঠালপোতায় নিয়ে যান। কাঁঠালপোতায় থাকাকালীনই কিছু অক্ষর নিজে হাতে লেখা শেখেন রাসসুন্দরী দেবী। ১৮৬৮ সালে মাঘী শিবচতুর্দশীর দিন রাসসুন্দরী দেবীর স্বামী সীতানাথ সরকারের মৃত্যু হলে বৈধব্য যন্ত্রণা গ্রাস করে তাঁকে। ইতিমধ্যে তাঁর তিন ছেলে ও ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

শোনা যায়, রাসসুন্দরীর শ্বশুরবাড়িতে অর্থাৎ রামদিয়া গ্রামে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক আনন্দমোহন বসু আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন একবার। বাড়িতে মদনগোপালের মূর্তি স্থাপিত ছিল, নিত্যদিন তাঁর পূজায় নিমগ্ন থাকতেন রাসসুন্দরী।

তাঁর জীবনের সমস্ত কথাই জানা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে। 'আমার জীবন' নামে সেই আত্মজীবনী দু'টি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন রাসসুন্দরী দেবী নিজেই। ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সাহিত্য- সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীর প্রস্তাবনা রচনা করেছিলেন। রাসসুন্দরীই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীকার। তাঁর 'আমার জীবন' বইয়ের প্রথম খণ্ডে মোট ষোলোটি অধ্যায় আছে যেগুলির প্রতিটির শুরুতে একটি করে কবিতা রচনা করেছেন রাসসুন্দরী দেবী। ওই বইতেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে বারবারই পরমেশ্বর, দীননাথ প্রমুখের কথা বলেছেন যা তাঁর আধ্যাত্মিক মনের পরিচয় দেয়। পরবর্তিকালে তাঁর নাতনি সরলাবালা সরকার 'আমার ঠাকুরমা' নামে একটি স্মৃতিচারণামূলক লেখা লিখেছিলেন রাসসুন্দরী দেবীকে কেন্দ্র করে। সেই লেখা থেকেও তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। যদিও ১৮৯৯ সালে রাসসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পরে স্বনামধন্য থেকে উঠতি অজস্র কবি-লেখকরা তাঁদের আত্মজীবনী লিখেছেন, কিন্তু সেগুলির মধ্যে ছিল মূলত তাঁদের বাল্য স্মৃতি। রাসসুন্দরী দেবীর মতো পূর্ণাঙ্গ জীবনী কেউ লেখেননি। তার থেকেও বড় কথা, উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় কোনও আত্মজীবনীই লেখা হয়নি।

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বাল্যস্মৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক এবং তাঁদের জীবনীগ্রন্থের নাম হল— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাল্যস্মৃতি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরর 'আমার বাল্যকথা', গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এর 'বাল্যজীবন', মন্মথনাথ মজুমদার এর 'আদর্শ ছাত্রজীবন'। এ ছাড়া অনেক পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীতেও মূলত বাল্যস্মৃতিই ধরা পড়েছে।

একবাক্য

হাওড়া থেকে শুরু হোক বাঘরোল সুমারি

সম্পাদক সমীপেষু,

২০২৩ এর জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে সুন্দরবনে জাতীয় প্রাণী বাঘ সুমারির কাজ। ক্যামেরা ট্র্যাপিং ও খাল সার্ভের মাধ্যমে গণনা করা হবে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা। এর জন্য জঙ্গলে বসেছে সাতশো-র কাছাকাছি জোড়া ক্যামেরা। বাঘের পাশাপাশি হবে হরিণ ও শূকর গণনার কাজ। ২০২৪ এর মার্চ মাসে পাওয়া যাবে বাঘ সুমারির রিপোর্ট। জাতীয় প্রাণীর সম্মান ও সুরক্ষা এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বাঘ সুমারি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বেদনার কথা, জাতীয় প্রাণীর সম্মান ও সুরক্ষা বলবৎ থাকলেও আমাদের রাজ্য প্রাণী বাঘরোল থেকে যায় অবহেলায়। বাঘরোল নিয়ে বন দফতরের চিন্তা ভাবনা কম। নেই বাঘরোল বাঁচানোর সুনির্দিষ্ট নির্দেশকা ও সুরক্ষা বলয়। তাই বাঘরোলের সংখ্যা কমতে কমতে হয়ে যায় বিলুপ্তপ্রায় থেকে অতি বিপন্ন।

বাঘরোল। স্থান ভেদে এর নাম কোথাও মেছো বিড়াল, কোথাও মাছবাঘা, কোথাও আধাবাঘা, কোথাও বা গোবাঘা। ইংরেজি নাম 'ফিশিং ক্যাট'। এরা মাছ খেতে ভালোবাসে। ইঁদুর ধরে খায়। হোগলা, খড়ি ও জলাশয়ের ধারে এরা থাকতে পছন্দ করে। জঙ্গলে বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় এদের মূখ্য ভূমিকা আছে। মুশকিল হচ্ছে এই সব প্রাণীদের অনেকে না জেনে, না বুঝে হত্যা করে। গ্রামীণ রাস্তায় গাড়ি চাপায় মৃত্যুর খবরেও বাঘরোল এখন শিরোনামে। অথচ বাঘরোল ধরা, মারা

ও তার মাংস খাওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। এরসাথে যুক্ত হওয়া উচিত যারা ইচ্ছাকৃত গাড়ি চাপায় বাঘরোল মারে, তাদের দেওয়া হোক উপযুক্ত শাস্তি। দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও হুগলিতে বাঘরোল দেখা গেলেও, বাঘরোল বেশি দেখা যায় হাওড়ায়। হাওড়ার আমতা, জয়পুর, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর, বাগনান, জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলায় বাঘরোলের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সমস্যা হচ্ছে, ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ, বিশেষকরে কৃষক ও গাড়ির ড্রাইভার বাঘরোল প্রাণীটিকে ভালো করে চেনে না,জানে না। এখনও হাওড়ার বনবাদাড়ে বা গ্রামে বাঘরোল দেখা গেলে গ্রামবাসী আতঙ্কে ভোগে। অজানা জন্তু বলে চিৎকার করে এবং ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। সোশ্যাল মিডিয়া-তেও বাঘরোলকে অন্য ভাবে পরিবেশন করে। তাই আমাদের প্রস্তাব, হাওড়া থেকে শুরু হোক বাঘরোল সুমারির কাজ। কোন থানা অঞ্চলে কত বাঘরোলের বাস তা চিহ্নিত করা হোক। সেই মতো তৈরি হোক বাঘরোল সুরক্ষা বলয়। গ্রামীণ রাস্তায় থাকুক বাঘরোল করিডর ও স্থানে স্থানে থাকুক সচেতনতার বোর্ড। বাড়ানো হোক বন দফতরের নজরদারি। গ্রামে গ্রামে তৈরি হোক বাঘরোল সুরক্ষা কমিটি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পাঠ্যাংশে ছাত্র ছাত্রীদের চেনানো হোক বাঘরোল। কৃষক, গাড়ির ড্রাইভার ও খালাসীদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে চেনানো হোক বাঘরোল। ইচ্ছাকৃত ভাবে বাঘরোল হত্যাকারীদের দেওয়া হোক চরম শাস্তি। রাজ্য প্রাণী বাঘরোল বাঁচুক। বাঁচুক বনের বাস্তুতন্ত্র। সুন্দরবনের বাঘের মতো গর্ব হোক হাওড়ার বাঘরোল।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা
আমতা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্ধ হোটেলে জাল লটারির কারখানার হদিশ ঝাড়খণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেরের অন্তর্গত কুলটি থানার পুলিশ ও বাংলা লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের জামতারার মিহিজাম পুলিশ মিহিজামের রূপনারায়ণপুর মেহিজাম যাওয়ার প্রধান রোডে একটি বন্ধ হোটেলে অভিযান চালায়। সেখানে জাল লটারির টিকিট ছাপানোর কারখানার সন্ধান পাওয়া যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই অভিযানে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে জাল লটারি ও লটারি ছাপার সামগ্রী। সেখান থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ড পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় ধৃতরা হল কুণাল মণ্ডল, বিশাল মণ্ডল,শিবু গোপ, হেমু মল্লিক, আদিত্য মল্লিক, অনন্ত মল্লিক, আস্তিক অধিকারী। তবে এই হোটেলের মালিক চন্দন ঠাকুরকেও খুঁজছে পুলিশ। এই বিষয়ে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৭৪/২৩, ৪ লটারি আইন ১৯৯৮ এবং ৭ (৩) লটারি নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯৮ এর অধীনে সাতজনেরর নামে এবং অন্যান্য অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জামতারা পুলিশ সুপার অনিমেশ নাইথানি জানান, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে কুলটি পুলিশের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায় যে মিহিজাম থানার অন্তর্গত আমোই রেলওয়ে আন্ডারপাসের কাছে নকল লটারি ছাপানো হচ্ছে এবং তা প্রচার করা হচ্ছে বাংলায়। যেখান থেকে টিকিট বিক্রেতারা সরকারকে কর ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে।

তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে এসডিপিও আনন্দ জ্যোতি মিঞ্জ ও থানার ইনচার্জ ভাস্কর ঝাঁ-র নেতৃত্বে একটি দল গঠন করে অভিযান চালানো হয়। সেখানে অভিযান চালিয়ে নকল লটারি তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আটটি ল্যাপটপ, ১২টি ডিজিটাল প্রিন্টার, পাঁচটি স্ট্যাপলার, বিভিন্ন সাইজের ১৩০০ লটারির বান্ডিল, প্রিন্ট করা লটারির টিকিট, সাতটি ব্যাগ, একটি ভারী কাগজের কাটিং মেশিন পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনটি ব্যবহৃত কার্টিজ, পাঁচটি বাইক ও দু'টি প্রিন্টিং মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযানে ওই বন্ধ হোটেল থেকে মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তাঁর দাবি, ধৃতরা স্বীকার করেছে এই লটারি ছাপাবার পর বাইক বা বাসের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ওই লটারিগুলোকে পাচার করা হত এবং ঝাড়খণ্ড লাগোয়া শিল্পাঞ্চলের বর্ডার থেকে সেই লটারি নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিত ডেলিভারি বয়। উল্লেখ্য, এর আগে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বেশ কিছু থানা ঝাড়খণ্ড লটারি নামে অবৈধ লটারি আটক করে এবং গ্রেপ্তারও করা হয় বেশ কয়েকজনকে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত লটারির জাল চক্র ফাঁস হওয়াতে চিন্তার ভাঁজ পুলিশের কপালে।

প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে মারধরের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: পঞ্চয়েত প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় পঞ্চয়েত সদস্যার স্বামীকে মারধরের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে গলসি ১ নম্বর ব্লকের মানকর এলাকায়। এই ঘটনার জেরে গলসিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল বলে দাবি।

গত পঞ্চায়েতে মানকর গ্রাম পঞ্চয়েত দখল করে তৃণমূল। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর থেকেই প্রধান ডালিয়া লাহা ও উপপ্রধান তন্ময় ঘোষ বিভিন্ন কাজে স্বজনপোষণ করতেন। এই বিষয়ে মানকর পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ করেছিলেন মানকর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মিলু মালিক মণ্ডল। যার কারণে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মানকর হাট তলায় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর দোকানে চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী। দোকানে ঢুকে ওই পঞ্চয়েত সদস্যের স্বামী স্বরূপ মণ্ডলকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বুদবুদের মানকর অঞ্চলে। গুরুতর আহত অবস্থায় মানকর অঞ্চল তৃণমূলের সহ-সভাপতি স্বরূপ মণ্ডলকে উদ্ধার করে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মানকর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি স্বরূপ মণ্ডলের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নির্দেশে একদল দুষ্কৃতী তাঁর দোকানে গিয়ে চড়াও হয়ে তঁাকে মারধর করে। তঁার অপরাধ তিনি ও তাঁর স্ত্রী প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের নানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তারই জেরে তাঁদের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। যদিও তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

অপর দিকে বিজেপির বর্ধমান জেলা সম্পাদক কিষান কর্মকার দাবি করেন, শুধু মানকর নয় গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। বালি পাচার, কয়লা পাচার, গোরু পাচারের সঙ্গে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, তার কাটমনির ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই মানকরে দ্বন্দ্ব। পঞ্চয়েত সদস্যের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বুদবুদ থানার পুলিশ।

সুড়ঙ্গে ক্যামেরা পৌঁছনোর দায়িত্বে ছিলেন সিঙ্গুরের দৌদীপ

বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর

উত্তরকাশীতে সিল্কিয়ারা টানেলে উদ্ধারকাজে অন্যতম ভরসা ছিলেন বাংলার সিঙ্গুরের দৌদীপ খাঁড়া। টানেলে বদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকরা কী ভাবে রয়েছেন, কী খাওয়া দাওয়া করছেন-তা নজরে রাখা সম্ভব হয়েছে তাঁর পৌঁছে দেওয়ার ক্যামেরার মাধ্যমেই।

শ্রমিকরা টানেলে কী ভাবে ছিলেন? তা দেখার জন্য বিশেষ গর্তের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়েছিল 'ফ্লেক্সি প্রো ক্যামেরা'। আর তা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন সিঙ্গুরের দৌদীপ। তবে তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবির মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জানতে পারে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিক প্রত্যেকেই সুস্থ। টানেলে বদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকরা কী ভাবে রয়েছেন, কী খাওয়া দাওয়া করছেন-তা নজরে রাখা সম্ভব হয়েছে এই ক্যামেরার মাধ্যমেই। ৪১টি পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিলেন সিঙ্গুরের প্রত্যন্ত গ্রামের এই যুবক। ছেলের কৃতিত্বে মা-বাবা সবিতাদেবী এবং দীনেশ চন্দ্র খাঁড়ার চোখে জল।

সিঙ্গুরের মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন দৌদীপ। এরপর নালিকুল বাণীমন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর হুগলি টেকনিক পলিটেকনিক কলেজে থেকে ডিপ্লোমা করেন তিনি। পরবর্তীতে হাওড়ার ধুলাগড়ের একটি বেসরকারি কলেজ থেকে বি টেক পাশ করে বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থার কনস্ট্রাকশনের পাইপলাইনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সুড়ঙ্গের ধসের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা পাঠানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। ওই বেসরকারি সংস্থার হয়ে সেই কাজ করেন দৌদীপ। দৌদীপ জানান, 'প্রথম যখন ক্যামেরায় তাঁদের ছবি দেখতে পাই, সেই অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।' উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর দৌদীপ এবং তাঁর টিমকে জাদু কি ঝাপ্পি দেন ওই শ্রমিকরা। এর থেকে বড় প্রাপ্তি কি আর হতে পারে!

আরামবাগ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহামিছিলে মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার মহামিছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। বাংলার মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে ও গরিব মানুষের আবাস যোজনার টাকার দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শুক্রবার বিকালে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিলটি শুরু হয় আরামবাগ শহরের পল্লিশ্রী মোড় থেকে লিং রোড হয়ে শেষ হয় বাসুদেবপুর মোড় সংলগ্ন মূল মঞ্চে। এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী তথা হরিপাল বিধায়ক করবী মান্না, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায়, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিং রায় সহ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ও হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা। এই মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতৃত্ব। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতিতে ছিল চোখে পড়ার মতো। মহিলা তৃণমূলের মিছিল দেখতে উৎসুক মানুষের দেখা গেল রাস্তার দুই পাশে। তৃণমূল নেত্রী তথা হরিপাল বিধায়ক করবী মান্না বলেন, এই মিছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। বাংলার গরিব মানুষের ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে। আমরা আরামবাগ সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস পথে নেমেছি এবং গরিব মানুষের আবাস যোজনায় ঘরের টাকা আমাদের বাকি রেখেছে তার দাবিতে আমরা পথে নেমেছি। সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, বাংলার মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই মহামিছিল। তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার মহিলারা পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। আমরা লোকসভায় ৪২ টা সিটের মধ্যে ৪২টা পাব। সবমিলিয়ে তৃণমূলের মহিলা মিছিলে মহিলাদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২০.১২.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২১.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টা থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে**। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।

বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য **২১.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.০০টার আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে ৫০০/- টাকা (পাঁচশত টাকা মাত্র) জমা দিতে হবে।** চূড়ান্ত নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যেই ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	পরিমাণ ও/এস ১.১২.২০২৩ অনুযায়ী	সোনার গ্রস ওজন
বরানগর (যোগাযোগ নং : ৯৮৩১৯২৩৫০৪)	404277610000049	সবিতা শ'	৩৪/১ রয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি লেন কলকাতা বরানগর	২৩৯৫২/- টাকা	৬ গ্রাম
বরানগর (যোগাযোগ নং : ৯৮৩১৯২৩৫০৪)	404277610000050	সবিতা শ'	৩৪/১ রয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি লেন কলকাতা বরানগর	১৬৬৬৯৮/- টাকা	৫০.৯ গ্রাম
বরানগর (যোগাযোগ নং : ৯৮৩১৯২৩৫০৪)	404277610000051	সবিতা শ'	৩৪/১ রয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি লেন কলকাতা বরানগর	৮৭৬১৯/- টাকা	২৪.১ গ্রাম
বসিরহাট (যোগাযোগ নং : ৮৭৭৭৫৬২৪১০)	413277610000085	সুব্রত দাস	পিতা- বাদল চন্দ্র দাস, বিজয় চন্দ্র দাস রোড, বসিরহাট	৪৫১২২/- টাকা	১২.১৩ গ্রাম
বসিরহাট (যোগাযোগ নং : ৮৭৭৭৫৬২৪১০)	413277610000139	সুব্রত দাস	পিতা- বাদল চন্দ্র দাস, বিজয় চন্দ্র দাস রোড, বসিরহাট	৩০৬০৮/- টাকা	৭.৪৬ গ্রাম
ঝিনকা (যোগাযোগ নং : ৯৯০৩৬৪৮৬১৬)	437577610002068	আলিমুদ্দিন মন্ডল	পিতা- আব্দুল গণি মন্ডল গ্রাম- ধোপাবারিয়া পোঃ- রাজেন্দ্রপুর জেলা-২৪ পরগনা (উঃ) বসিরহাট	৪৬৩৬৫/- টাকা	৩৮.০৫ গ্রাম
ঝিনকা (যোগাযোগ নং : ৯৯০৩৬৪৮৬১৬)	437577610002069	আলিমুদ্দিন মন্ডল	পিতা- আব্দুল গণি মন্ডল গ্রাম- ধোপাবারিয়া পোঃ- রাজেন্দ্রপুর জেলা-২৪ পরগনা (উঃ) বসিরহাট	৩৯০৪৬/- টাকা	১২.৩১ গ্রাম
ঝিনকা (যোগাযোগ নং : ৯৯০৩৬৪৮৬১৬)	437577610001830	ওলিউল গাজি	পিতা- শাহিদুল গাজি নেওড়া দিঘি রোড ভাবলা বসিরহাট ১	৫৩৯৫৪/- টাকা	১৬.৮২ গ্রাম
সায়েস্তা নগর (যোগাযোগ নং : ৯৩৩০৭৮০৬১২)	432777610000146	সাধন হালদার	পিতা- আনন্দ হালদার গ্রাম- দুর্গাপুর পোঃ- সারাপুল উঃ ২৪ পরগনা	৮৪৯৯৬/- টাকা	২৩.২৩ গ্রাম
সোদপুর (যোগাযোগ নং : ৯৮৭৪১৯৭০৩১)	414877610000144	সুশান্ত বসু	আর সি ভটক রোড উযুমপুর লিচুবাগান পোঃ- আগরপাড়া	৭১১৮৮২/- টাকা	১৬৭.৯০ গ্রাম
সুন্ডিপুকুর (যোগাযোগ নং : ৯৪৭৭৮১০৫৮১)	433977610000697	সোনিয়া পরভীন	স্বামী- ইনসান আলি চাকলা ব্লক দেগঙ্গা জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা	২৫৮৪৯/- টাকা	৭.৫ গ্রাম

তারিখ : ০২/১২/২০২৩
স্থান : বারাসত

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, হুগলি, পশ্চিম
ফোন – ৭১২২৩২ ইমেল আইডি : sbi.64100@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণি : নাম : শ্রীমতি শ্রীপর্ণা মিদ্যা, মোবাইল : ৯৮৭৪৭৬৪৩০৯ ই-মেল আইডি : sreeparna.midya1@sbi.co.in,

[স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ব্যাঙ্কের বন্ধকী স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৩.০১.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২,৬৭,০৬১ টাকা (বাইশ লাখ সাতষট্টি হাজার একষট্টি টাকা) ৩০.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি প্রিয়াংকা পাল চৌধুরী,** স্বামী শ্রী অভ্র পাল চৌধুরী, ৭৯/১/১, এস সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, রাধু হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং সি-৩ পোস্ট অফিস : কোন্নগর, জেলা - হুগলি-৭১২২৩৫ এবং কৃষ্ণ কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট বিদ্যাসাগর রোড, পো. কোন্নগর, থানা - উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৪৬ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২১,৪০,০০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১৪,০০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০** টাকা।

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৪র্থ তলে, "কৃষ্ণকুঞ্জ" নামে পরিচিত ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৫৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০৯.২ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক লিভিং এবং ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সম্পত্তির অবস্থান বিদ্যাসাগর রোড, পো -নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -উত্তরপাড়া,অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস শ্রীরামপুর, বর্তমানে উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি। সম্পত্তি শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা পাল চৌধুরীর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৫৭০-২০১৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭,পৃষ্ঠা ১৩৮৪৩-১৩৮৭৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং বি-১, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি, লিফট, লবি।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০২.১২.২০২৩
স্থান : উত্তরপাড়া

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যূনিয়ন बैंक Union Bank of India

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
যোগাযোগ নং : ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০
ইমেল : ubin0554731@unionbankofindia.bank

দাবি নোটিশ

নোটিশ ২০০২ সালের (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) এবং তৎসহ পঠিত ধারা ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে।

নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার প্রতি দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট তাদের দ্বারা গৃহীত ঋণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট এপিএ শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ ব্যাঙ্কের নিকট আদায় দানের জন্য। নোটিশ(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখনও প্রাপ্তি স্বীকার গৃহীত হয়নি। আমরা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নিম্নে বিস্তারিত মতে স্বত্ব দখলের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারলে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের প্রয়োগ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এড়াতে। তাদের আমাদের অফিস থেকে নোটিশের বিস্তারিত সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপি তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
	১. **মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজ (ঋণগ্রহীতা),** ২৫/২২, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫। **আরও :** প্লট নং ১৫০, ছাপাঝাড়, পো. - মালিপদা, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫২ ০১৮। **আরও :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৪র্থ তল, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা - শহিদ নগর, তহসিল - ভুবনেশ্বর, জেলা-খুর্দা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১ ০০৭। **এবং আরও :** প্লট নং ০৩, ০৬, ০৭, মৌজা ছোট নবগ্রাম, গ্রাম - ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, থানা- গাঙ্গল ঘাটি, জেলা - বাঁকুড়া, পব, পিন - ৭২২১৩৩। ২. **অরিজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের অংশীদার ও জামিনদাতা),** পিতা রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। ৩. **ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের অংশীদার ও জামিনদাতা),** পিতা রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। ৪. **রণজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা),** পিতা দুলাল চাঁদ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর - II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। **আরও :** ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মোহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫। ৫. **স্বাতী ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা),** স্বামী রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। **আরও :** ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা ৭০০০৯৫ ৬. **অভিজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা),** পিতা রেবতী কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ২য় তল, পূর্ব রসা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩। **আরও :** সি-১৬, ৫ম তল, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫। ৭. **সোমা ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা),** স্বামী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ২য় তল, পূর্ব রসা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩। **আরও :** সি-১৬, ৫ম তল, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৫। ৮. **সুতপা জিষ্ণু মিত্র (মেসার্স ইউনিত্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা),** ব্লক নং ২, ভিলু ভিলা বাংলো, ইউনিটি কম্পাউন্ড, জুহুতারা রোড, সিটিজেন হোটেলের কাছে, সান্তাক্রুজ পশ্চিম, মুম্বাই-৪০০ ০৪৯। **আরও :** ১০/২, রামচন্দ্র বিশ্বাস লেন, রানাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২০১। **আরও :** ফ্ল্যাট নং ৪০২, ৫ম তল, ডিএন অক্সি পার্ক, অ্যাস্টার টাওয়ার, ডুমডুমা মৌজা, তাহসিল - ভুবনেশ্বর, থানা - খন্ডগিরি, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১ ০৩০ আরও : ১০৬২, ৭ম তল, ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, টাওয়ার ১, ডুমডুমা মৌজা, থানা - খন্ডগিরি, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১০৩০। খ) **সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা শাখা**	**বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত :** **সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২২.৪৩ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন, পরিমাণ ১১৫৮ বর্গফুট অবস্থিত ২৫/২২ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গ্রিন, কলকাতা -৭০০০৯৫, শ্রী রঞ্জিত ভট্টাচার্য এবং **শ্রীমতি স্বাতী ভট্টাচার্যর নামে চৌহদ্দি :** উত্তরে : কেএমসি রোড, দক্ষিণে : কেএমসি রোড, পূর্বে : কেএমসি রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ২৫/১২ সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি-১৬, পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট, ৫ম তলে, স্যান্ডহেট কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, (লেক গার্ডেন), কলকাতা - ৭০০০৪৫, মালিক **শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোসাইটির খোলা জায়গা/সড়ক, দক্ষিণে: সোসাইটির সিঁড়ি,পূর্বে : সোসাইটির উঠোন চত্বর/ব্লক বি, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৩য় ১৫। **সম্পত্তি ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০৬২, পরিমাণ ১৭২৫ বর্গফুট ৭ম তলে, ডিএন ওএক্সওয়াই পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, টাওয়ার-১, ডুমডুমা মৌজা, থানা - খণ্ডগিরি, তহশিল-ভুবনেশ্বর, জেলা-খুরদা, ওড়িশা, পিন- ৭৫১০৩০, মালিক **শ্রীমতি সুতপা জিস্নু মিত্র। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫, ৫৩৫, ৫৩৪, ৫৩২, পশ্চিমে : প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯। **সম্পত্তি ৪ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পরিমাণ ৭৮৫ বর্গফুট ৫ম তলে, ডিএন ওএক্সওয়াই পার্ক, টাওয়ার অ্যাসটর, ডুমডুমা মৌজা, তহশিল -ভুবনেশ্বর, থানা- খণ্ডগিরি, জেলা-খুরদা, ওড়িশা, পিন- ৭৫১০৩০, মালিক : **শ্রীমতি সুতপা জিস্নু মিত্র। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি, দক্ষিণে : সড়ক,পূর্বে : প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫, ৫৩৫, ৫৩৪, ৫৩২, পশ্চিমে : প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯, । **সম্পত্তি ৫ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৪র্থতলে,পরিমাণ ১০৪৭ বর্গফুট ডুলেস অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত প্লট নং ১৫৫৫ এবং ১৫৫৪, খাতা নং ১০৫৭/২২৫৩, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা- শহিদ নগর, তহশিল -ভুবনেশ্বর, জেলা-খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১০০৭, মালিকানা : **মেসার্স ইউনিত্রিবেণী ওভারসিজ, চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ২১৫০, দক্ষিণে :প্লট নং ১৫৫৬, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : প্লট নং ১৩৪২। **সম্পত্তি ৬ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট নং ০৩, এরিয়া ৭৩৪ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ১৫০/১, জেএল নং ৫১, মৌজা - সুদর্শনপুর এবং প্লট নং ০৬, ০৭, খতিয়ান নং ২২৪/১, জেএল নং ৫৪, মৌজা-ছোটো নবগ্রাম, গ্রাম - ছোটোলালপুর, রাণিগঞ্জ - ছাতনা রোড, থানা-গাজোল ঘাটি,জেলা-বাঁকুড়া, পব, পিন- ৭২২১৩৩, **মালিকানা : মেসার্স ইউনিত্রিবেণী ওভারসিজ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রাণিগঞ্জ-ছাতনা রোড, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি। **দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিম্নমতে :** মজুত অবস্থিত ফ্যাক্টরি/গুদাম প্রেমিসেস-মেসার্স ইউনিত্রিবেণী ওভারসিজ, অবস্থিত প্লট নং ১৫০, ছাপাঝাড়, পো- মালিপদা, জেলা-খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫২০১৮।	ক) ৩০.১১.২০১৯ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ১৬,০৪,৭৮,০৫০.১৩ টাকা (ষোলো কোটি চার লাখ আটাত্তর হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী

তারিখ : ০২.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে ত ারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	ঋণগ্রহীতা : মহুয়া দত্ত	১) ০৬.০৬.২০২৩ ২) ৩০.১১.২০২৩ ৩) ৪৯,৮৯,৩৬০.০০ টাকা ০৯.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	অ্যাপার্টমেন্ট/বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩/জিসি১, একতলা (একতলা), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১৪৩১ (একহাজার চারশো একত্রিশ) বর্গফুট, ব্লক -৩, "মনথিল এসেন্স"(উক্ত কমপ্লেক্স) নামে কমপ্লেক্সে অবস্থিত কলাবেরিয়া, কামারবাড়ি, পো-রাজারহাট বিষ্ণুপুর,কলকাতা- ৭০০১৩৫, থানা- রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, তদস্থিত নির্মাণ সুদয় অংশ জমির পরিমাণ ২৫৯ (দুশো ঊনষাট) ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৫৬ (একশো ছাপ্পান্ন) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক এবং ৫(পাঁচ) বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, নথিভুক্ত বিভিন্ন আরএস খতিয়ান নং ৫৭৭, ৫৭৮, ১০৩৪, মৌজা - কালাবেরিয়া, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১০, থানা- রাজারহাট অধিক্ষেত্রে, এডিএসআর বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** দাগ নং ৩৯১ এবং ৩১৫, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৩১৬ এবং ৩১৮, **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩৮৯, ৩২৬ এবং ৩৭৯, **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক (২০ ফুট)।
২	ঋণগ্রহীতা : নবনীতা গুপ্ত	১) ১২.০৬.২০২৩ ২) ২৯.১১.২০২৩ ৩) ১,২৭,৫৯,০৫৭.০০ টাকা ০৯.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০বর্গফুট কমবেশি, চতুর্থ তলে (মার্বেল), দক্ষিণ -পশ্চিম মুখী, ব্লক এ, এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি একতলায়, জি-৫(পাঁচ) তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত কলকাতা পৌর সংস্থার অধীন প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো- নাকতলা, থানা- যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর), ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বরো নং ১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত নির্মাণ সমুদয় অংশ জমির পরিমাণ ১ বিঘা, ১২ কাঠা ০৮ ছটাক, ২৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা -নাকতলা,জেএল নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ এবং ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২, এবং ২১৪, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো-নাকতলা, থানা -যাদবপুর, (বর্তমানে নেতাজিনগর), ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বরো ন ১০, কলকাতা-৭০০০৪৭, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-আলিপুর, চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, পূর্বে : টলি হাইট কমপ্লেক্স, দক্ষিণে : টলি ক্যানেল, মেট্রো রেলওয়ে, পশ্চিমে: টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষ এর ভবন এবং ইউকো ব্যাঙ্ক। **সম্পত্তি ২.:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি, চতুর্থ তলে (মার্বেল), দক্ষিণ-পূর্ব মুখী, ব্লক এ, এবং দুটি খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট কমবেশি একতলায় সংশ্লিষ্ট জি-৫ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, কলকাতা পৌর সংস্থার অধীন প্রেমিসেস নং ২৩৭ এন এস সি বোস রোড, পো-নাকতলা, থানা-যাদবপুর, (বর্তমানে নেতাজিনগর), ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বরো নং ১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত নির্মাণ সমুদয় অংশ জমির পরিমাণ ১ বিঘা, ১২ কাঠা ০৮ ছটাক, ২৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা -নাকতলা,জেএল নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ এবং ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২, এবং ২১৪, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো-নাকতলা, থানা -যাদবপুর, (বর্তমানে নেতাজিনগর), ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বরো ন ১০, কলকাতা-৭০০০৪৭, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-আলিপুর, **চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে :** নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, **পূর্বে :** টলি হাইট কমপ্লেক্স, **দক্ষিণে :** টলি ক্যানেল, মেট্রো রেলওয়ে, **পশ্চিমে :** টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষ এর ভবন এবং ইউকো ব্যাঙ্ক।
৩	ঋণগ্রহীতা : প্যান্থার স্পোর্টস কোম্পানি প্যান্থার স্পোর্টস কোম্পানির আইনি উত্তরাধিকারীগণ : গীতা জুলকা	১) ০১.০৯.২০২৩ ২) ২৯.১১.২০২৩ ৩) ২৫,৫৬,২০১.৫৯ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাপান্ন হাজার দুশো এক টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া এবং ৫,৬৫, ৫৬২.০০ টাকা (পাঁচ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা) টাকা ০৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর একতলায় সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত পরিমাণ এরিয়া ২৩৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ৫০ বছরের পুরানো তিনতলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫, উক্ত প্রথম তপশিল থেকে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস ওয়ার্ড নং ৭২, এবং **উক্ত দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৯এ, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কালী মোহন ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৯এ, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৯এ এবং তদস্থিত নির্মাণ এর সকল অংশ ৩০৯৪.৮৪ বর্গফুট এরিয়া তিনতলা ভবনে এবং দোকান ঘর, বেড রুম, ডাইনিং স্পেস, শৌচালয়, চলার পথ সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা - ভবানীপুর, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -আলিপুর, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৯সি, ইন্দ্র রায় রেডা, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কালী মোহন ব্যানার্জি লেন, **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া ইন্দ্র রায় রোড, **পশ্চিমে :** কালী মোহন ব্যানার্জি লেন সমন্বিত।

তারিখ : ০২.১২.২০২৩, স্থান - কলকাতা

স্বা/ অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

প্রতিবেশীকে খুনের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিবেশীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। সামান্য বিবাদের জেরে প্রতিবেশীকে তৃণমূল নেতার হাঁসুয়ার কোপে খুন হতে হল বলে অভিযোগ পরিবারের। মালদার রতুয়ার বাজিতপুর বদনটোলা এলাকার ঘটনা। মৃতদেহ উদ্ধারকরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিক্যালে। কী কারণে খুন খ তিয়ে দেখছে রতুয়া থানার পুলিশ। ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বির্তক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দেবনারায়ণ যাদব (৫৩)।

বাড়ি মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বঙ্কুটোলা গ্রামে। ছেলে জিতেন্দ্র যাদবের দাবি, আগে থেকে জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। সেই সময় বাবাকে মেরেছিল। এদিন রাতে বাড়ির ভেতরে মহিষ ঢোকা নিয়ে বিবাদ বাধে দুই প্রতিবেশীর। বছর ৫৩-র দেবনারায়ণ যাদবের সঙ্গে প্রতিবেশী মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শ্যামবিহারী যাদবের। অভিযোগ, সেই সময় দেবনারায়ণ যাদবকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে থাকেন। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসতেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যান।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এই ঘটনাই রতুয়া থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির দাবি, একটা গৃহপালিত পশু বাড়িতে ঢুকল তাঁর মালিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলা হল। যিনি করলেন তিনি তৃণমূলের নেতা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তৃণমূলের সদস্য নেতাদের দাম্ভিকতা অহংকার কোন জায়গায় পৌঁছেছে। ঘটনাটি অমানবিক এবং পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, কারণ তিনি তৃণমূলের নেতা। এর থেকে পুলিশ এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা মানুষের সামনে আসছে।

জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি দুলাল সরকারের দাবি, 'একটা গ্রাম্য বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন হয়েছে সেটা পার্টির কোনও ব্যাপার নেই। প্রশাসন রয়েছে ব্যবস্থা নেবে। বিজেপি যেহেতু নিজের লোককে দেখতে পাচ্ছে না, তাই ভয় পেয়ে এই ধরনের কথা বলছে। যাকে দেখছে তাকে তৃণমূল ভাবছে। আমরা প্রশাসনকে বলব ব্যবস্থা নিতে।'

উত্তরকাশী থেকে ছেলেরা ফিরলেই পছন্দের খাবার খাওয়াবেন পুরশুড়ার দুই মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছেলেদের মুক্তির জন্য কেউ ঘি পুড়িয়েছেন, কেউ বা আকাশে আতসবাজি ফাটিয়েছেন। মহিলারা শঙ্খধ্বনি করেছেন। কিন্তু ১৭ দিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে কেবলই চোখের জলে প্রার্থনা করে গেছেন মা। বর্তমানে চরম অসুস্থ জয়দেব প্রামানিকের মা তপতি। ১৭ দিন ধরে কেবলই প্রার্থনা করেছেন উত্তর কাশীর টানেল থেকে ছেলের মুক্তির। ছেলে মুক্তি পেয়েছে। সারা দেশজুড়ে উৎসাহের শেষ নেই। ফেসবুকের পাতায় পাতায় ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে মুক্তির শপথ। তপতিদেবী প্রায় খাওয়া ছেড়েছেন। জয়দেবের বাবার একটি ছোট চা-চপের দোকান। তিনি জানিয়েছেন, ছেলে যেদিন বাড়ি

ফিরবে সেদিন তার দোকানে যারাই যাবেন তাদের ভালোবেসে চা চপ খ ওয়াবেন। তার সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য কম। তাই যেসব মানুষ তাঁর পাশে ছিলেন তাদের সকলকেই বিনা পয়সায় চা চপ খাওয়াবেন। ছেলের দুঃখে মা খাওয়া ছেড়েছেন। ছেলের বাড়ি ফিরতে এখনও দিন দশেক বাকি। ছেলে মুরগির মাংস খেতে ভালোবাসে। অসুস্থ স্ত্রী নিজেই মুরগির মাংস করে খাওয়াবেন। অন্যদিকে সৌভিক পাখিরার বাড়িতেও এখনও ঘোর লাগা অবস্থা। ছেলে কী অবস্থায় ফিরবে সেই আতঙ্কে ১৭ দিন গিয়েছে। মুক্তির খবরেও মায়ের হাহাকার কমেনি। তিনি অপেক্ষায় কবে কোলের সন্তান তার কাছে ফিরে আসবে। ছেলে ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কষা, আর ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসে। মা এখন থেকেই ছেলের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মা বলছেন, সারা দেশের মানুষ আমার ছেলের মুক্তির জন্য দিন গুনেছেন। [illegible] মিলেছে। কিন্তু যতক্ষণ না ছেলেকে কাছে পাচ্ছি ততক্ষণ বোধহয় শান্তি নেই। দুই মা এখন অপেক্ষায় নারী ছেঁড়া ধনের।

সরকারি বাসে ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যুতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার রহতপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় শিলিগুড়িগামী একটি সরকারি বাসের (উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা) ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশকে ঘিরে প্রথমে বিক্ষোভ ও পরবর্তীতে হাতাহাতি করে উত্তেজিত জনতা।

বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার রহতপুরের উত্তেজিত জনতার আক্রমণে জখম হন ডালখোলা থানার এক পুলিশ আধিকারিক। আক্রান্ত ওই পুলিশ আধিকারিককে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়েছেন স্থানীয় আরও এক ব্যক্তি। জখমদের উদ্ধার করে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ আলম (২৪)। তিনি বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই রহতপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, সেখানে লাইটের ব্যবস্থা করার। পুলিশের তরফে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখ ানে আলোর কোনও ব্যবস্থার করা হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে বাসের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, বচসা, মারধর করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে থেকে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী পালিয়ে গেলেও ডালখে ালা থানার এক পুলিশ কর্মীকে ধরে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা।

পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত ওই পুলিশ আধিকারিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিতকরণ করার চেষ্টা চলছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ফর্ম এ সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৮ মে, ১৯৯৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U85110WB1998PTC087120
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২৬৩/৩ জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০২, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩০ নভেম্বর ২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৮ মে ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম - স্নেহ মাহেশ্বরী রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-001/IP-P01751/2019-2020/12691 এএফএ নং - AA1/12691/02/051024/106063 এএফএ বৈধ : ০৫.১০.২০২৪
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৯এন, ব্লক - এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩ ইমেল : sneh.maheswari@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৯এন, ব্লক - এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩ ইমেল আইডি : singhmedicare.ibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪ ডিসেম্বর ২০২৩
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে **সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ **৩০ নভেম্বর ২০২৩**।
সিং মেডিকেয়ার ইন্সটিটিউট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২ তালিকাভুক্ত আর্থিক বিনিয়োগকারী এ শ্রেণিভুক্ত ক্রম নং ১৩ উল্লিখিত তালিকা থেকে তিনজন অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেন ফর্ম সিএ-প্রযোজ্য নয়।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : স্নেহ মাহেশ্বরী
তারিখ এবং স্থান : ০২.১২.২০২৩, কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স কায়জি শ্যুটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪১, মাথেশ্বর তলা রোড কলকাতা - ৭০০০৪৬
(CIN : U19202WB2007PTC112472)
লিকুইডেটেরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
যোগাযোগ : +৯১-৯৮৩০০ ৫৮১২১
ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com, pkkedia.ip@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আর.ডব্লিউ. রেগুলেশন ৩৩ এর ধারা ৩৫(এফ) অধীনে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট রুল অধীন ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' সম্পদ বিক্রির জন্য নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.eauctions.co.in মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	**বৃহস্পতিবার, ২৮.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমা দেবার শেষ তারিখ	শনিবার, ১৬.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
সফল ডাকদাতাকে জানানো	সোমবার, ১৮.১২.২০২৩
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ	সোমবার, ২৫.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
পর্যবেক্ষণের তারিখ	সোমবার ১৮.১২.২০২৩ থেকে সোমবার ২৫.১২.২০২৩ আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মো: ৯৮৩০০৫৮১২১)

সম্পদ এবং সম্পত্তির বিক্রির মূল বিস্তারিত (লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
১	কায়জি শুটেক প্রা লি -২০১৬ সালের ইনসভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে চালু সংস্থা হিসেবে উল্লিখিত ক্রম নং ২ এবং ৩ অনুযায়ী এবং দায় ব্যতীত সম্পদ বিক্রি	৪৭১.০০	৪৭.১০	৫.০০ অথবা এর গুণিতকে
২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ এরিয়া ৮ কাঠা ১ ছটাক ৮ বর্গফুট (কমবেশি) এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন ঢাকা এরিয়া ২১২০ বর্গ মিটার (আনুমানিক) অবস্থিত মৌজা -ট্যাংরা,তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশ দাগ নং ২৫৮, ২৫৯, পুরানো খতিয়ান নং ৩৩২, বর্তমানে ৮৮৯, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্রে, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৭, সাউথ ট্যাংরা রোড, বর্তমানে, ৪০, ৪১ মাথেশ্বরতলা রোড, থানা- প্রগতি ময়দান, কলকাতা -৭০০০৪৬ চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত), যদি কিছু থাকে।	২৩১.০০	২৩.১০	৫.০০ অথবা এর গুণিতকে
৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১৪ কাঠা ১৪ ছটাক ১৩ বর্গফুট (কমবেশি) এবং তদস্থিত অংশত টিনের শেড নির্মাণ ১০০ বর্গফুটের অবস্থিত মৌজা -ট্যাংরা, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশ দাগ নং ৩৬২, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্র অধীন, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৭, দক্ষিণ ট্যাংরা রোড,বর্তমানে ৬৪, ৬৫, ৬৬ মাথেশ্বরতলা রোড,থানা-প্রগতি ময়দান, কলকাতা- ৭০০০৪৬ সংশ্লিষ্ট চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত), যদি কিছু থাকে।	২৪০.০০	২৪.০০	৫.০০ অথবা এর গুণিতকে

ক্রম নং ২ এবং ৩ বর্ণিত মতে সম্পদ ব্লক সমুদয় সম্পদ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার। সংশ্লিষ্ট যে ডাকদাতা চালু সংস্থা হিসেবে প্রস্তাব দেবেন তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
এই বিক্রয় নোটিশ টেন্ডার নথি সম্বলিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি সহ -ই-নিলাম বিক্রয়, যা পাওয়া যাবে ইমেল করে progress.liqd@gmail.com থেকে।
কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে **শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্থাক আহমেদ** (৯৮৭০০৯৯৭১৩) বা ইমেল :admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটর এর progress.liqd@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
কায়জি শ্যুটেক প্রা. লিমিটেড-লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত)
তারিখ : ০২.১২.২০২৩ আইপি রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ১৬.১০.২০২৪ পর্যন্ত

গ্রেপ্তার পাঁচ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদায় গ্রেপ্তার পাঁচ বাংলাদেশি। সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়ে বারবারই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছে বিরোধী দলগুলি। ধর্মতলার সভায় অমিত শাহের মুখেও শোনা গিয়েছিল একই অভিযোগ। ফের অনুপ্রবেশ, বাগদার বানেশ্বরপুর বাজার থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, তাঁদের সঙ্গে একটি শিশুও আছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাংলাদেশি নাগরিকদের নাম হাসিনা বেগম, নাজমুল হাওলাদার মোহাম্মদ কামাল, পিয়ারা বেগম ও মোহাম্মদ রনি খান। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে ঢুকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। সন্দেহ হলে তাদের আটক করে জেরা করতেই জানা যায় তারা সকলেই বাংলাদেশি। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুক্রবার বর্ধমান জেলা আদালত চত্বর থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পা মেলান শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। হাতে পোস্টার-ব্যানার নিয়ে কয়েকশো মানুষ এদিনের শোভাযাত্রায় অংশ নেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম জানিয়েছেন, বিশ্ব এডস দিবস সারা বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়। শোভাযাত্রার মাধ্যমে বেশি করে যাতে মানুষজনকে সচেতন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁদের শোভাযাত্রা। মানুষ সচেতন হলেই এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই কারণেই প্রতে ্যক বছর তাঁরা এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে আসছেন।

১০০ দিনের বঞ্চিতদের বাড়ি গিয়ে আর্থিক সাহায্য জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতো ১০০ দিনের শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন রানাঘাট সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, রাজভবনের ধর্না মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও রাজ্য সরকার ১০০ দিনের বঞ্চিতদের সাহায্য করবে। সেইমতো বাংলা থেকে যে সমস্ত ১০০ দিনের শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য দিল্লিতে ধর্নায় যোগ দিয়েছিলেন, গোটা রাজ্যজুড়ে সেই সমস্ত বঞ্চিত শ্রমিকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে। আর সেই মতোই নদিয়ার রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে আর্থিক অনুদান তুলে দিয়ে এলেন রানাঘাট সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি।

এদিন দেবাশসিবাবু ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সজল কুমার ঘোষ এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এ বিষয়ে রানাঘাট সাংগঠনিক তৃণমূল সভাপতি দেবাশসিবাব বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করে, এটা হচ্ছে তার বড় প্রমাণ। আমাদের নেতা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনের সামনে থেকে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্র যদি টাকা না দেয় তিনি তাঁর মাইনে থেকে হলেও ১০০ দিনের বঞ্চিতদের সাহায্য করবেন। আর সেই মতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী ১০০ দিনের বঞ্চিত মহিলা শ্রমিকের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল।'

আমডাঙা পঞ্চায়েত প্রধান খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: অবশেষে আমডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল খুনের অভিযুক্ত সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছে বলে শুক্রবার বারাসাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। এই খুনের ঘটনায় আগেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত জেলা পুলিশ। ধৃতরা হলেন আলি আকবর মণ্ডল ওরফে গুন্ডা, কাজি আনোয়ার হোসেন, শ্যামসুদ্দিন মণ্ডল ও গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল। এই চারজনেরই আমডাঙা এলাকায় বাড়ি। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই খুন। যদিও এর আগেও দু'জনকে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

তারা হল আনোয়ার হোসেন ও আলমগীর শেখ ওরফে খাঁচা। পুলিশের দাবি, এই খুনে যারা যুক্ত তাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার এই চারজনকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি আরও কেউ এই ঘটনায় যুক্ত থাকে এই ঘটনায় তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

খেত মজুরকে প্রহারের দাবি, প্রতিবাদে মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক আদিবাসী খেত মজুরকে মারধরের অভিযোগ। প্রতিবাদে মিছিল করল সিপিএম নেতৃত্ব। আক্রান্ত যুবকের নাম মণীন্দ্র হেমব্রম। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না ২ নম্বর ব্লকের গোতান অঞ্চলে। শুক্রবার কামারহাটি থেকে যশাপুর মোড় পর্যন্ত ওই যুবককে মারধরের প্রতিবাদে মিছিল করে সিপিএম নেতৃত্ব। এদিনের মিছিল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি সহ কঠোরতম শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি প্রহৃত যুবকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানায় মিছিলে উপস্থিত বাম নেতৃত্ব। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছে তারা। শুধু রায়না নয়, আউশগ্রাম এলাকা থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল এমনকি দুর্গাপুরেও এই মিছিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। সর্বত্রই আদিবাসীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এরপর আদিবাসী কমিশন সহ জেলার সুপারের কাছে এই ঘটনা জানানো হবে। তারপরেও যদি অভিযুক্তরা শাস্তি না পায়, তাহলে আইনের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানায় সিপিআইএম নেতৃত্ব। এ দিনের প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার, বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মির্জা আকতার আলি, বাম নেতা মুন্সী আব্দুল হান্নান, শেখ সবুর আলি, জেলা সদস্য অশোক সাঁতার ও প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব খাঁ, সোমনাথ মাঝি সহ অঞ্চলের সকল সিপিএম নেতৃত্ব।

অর্থ কমিশনের ১০০ কোটি পড়ে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তার ২৫ শতাংশ টাকা অর্থাৎ ১০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করতে না পারায় পড়ে রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ এই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছনে রয়েছে জেলা পরিষদ। বরাদ্দ ১০০ কোটি ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০৫ টাকার মধ্যে মাত্র ৫৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯২টাকা খরচ করতে পেরেছে জেলা পরিষদ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে বরাদ্দ ছিল ১০০ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫১১ টাকা। খরচ হয়েছে ৭৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৩১১ টাকা। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দ ৪৬৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ২ হাজার ১৩৬ টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে ৪১১ কোটি ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬১ টাকা। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে সব মিলিয়ে প্রায় ১২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের প্রায় ২৫ শতাংশ টাকা পড়ে রয়েছে।

কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা খরচ নিয়ে এ রাজ্যে বিস্তর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থ কমিশনের বরাদ্দের এই বড় পরিমাণ টাকা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মধ্যে বরাদ্দের ৭০ শতাংশ টাকা পায় গ্রাম পঞ্চায়েত। এই টাকায় শৌচাগার নির্মাণ, ওয়াটার শেড, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পের মতো প্রকল্পগুলি করা যায়। বাকি ৩০ শতাংশ টাকা সমান ভাগে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ পায়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যে

টাকা এখনো পড়ে রয়েছে তা মার্চের মধ্যেই খরচ করার নেওয়া হয়েছে। টাকা কেন পড়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখ া হচ্ছে বলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি জানিয়েছেন। টেন্ডার কমিটির মধ্যে যে ধীরগতি ছিল তা দূর করতে পরিচ্ছন্ন টেন্ডার কমিটি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পড়ে থাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিজেপি নেত্রী অন্তরা ভট্টাচার্য।

জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জন্য ৫৪৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৬৪ টাকা বরাদ্দ করে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই টাকার মধ্যে খরচ করা হয়নি ১২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৯০ টাকা।

একদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব অন্যদিকে তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা খরচ করতে পারছে না।

তবে বাকি টাকার কাজ করতে মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানিয়েছেন।

সুন্দরবনে বাঁদরের তাণ্ডব, ধান বাঁচাতে জমিতে জাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হাতি নয়, সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জমির ধান নষ্ট করছে বাঁদরের দল। কৃষকদের রাতের ঘুম কেড়েছে জঙ্গল থেকে আসা বাঁদরের দল। ঘটনাটি বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সামশেরনগর ও ৪ নম্বর সামশেরনগরের। গ্রামের পাশেই সুন্দরবনের কুঁকড়েখালি নদী পেরিয়ে কুঁকড়েখালি জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে বাঁদরের দল। জঙ্গলের খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে, তাই ধানের জমিতে তাণ্ডব চালাচ্ছে সারি সারি বানরের দল। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন সুন্দরবনের কৃষকরা। সুন্দরবন থেকে বাঁদরের দল বেরিয়ে গ্রামের ধানের জমিতে চড়াও হয়ে ধান খাচ্ছে,গাছ নষ্ট করছে আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। ধানের জমির পাশ দিয়ে নেট লাগিয়ে কৃষকরা জমির ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও রক্ষা করা যাচ্ছে না ফসল। সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ অনিমেষ মণ্ডলের মতে, জঙ্গলে বাঁদরদের খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই জঙ্গল ছেড়ে তারা লোকালয়ে ঢুকছে খাবারের সন্ধানে। আর তাই তারা ধানের জমিতে চড়াও হয়ে ধান খাচ্ছে পাশাপাশি ধান নষ্ট করছে। সময় যত যাচ্ছে, ক্ষতির পরিমাণ তত বাড়ছে। পুরো বিষয়টি বসিরহাট ফরেস্ট রেঞ্জের ঝিঙ্গাখালি বিটের বনদপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। গ্রামবাসীদের দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বেহাল রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার কাঁকসার রেলপাড়ে নতুন পাড়ায় বেহাল রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীরবাবু জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার কারণে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ থমকে গিয়েছে। তারপরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যন্ত গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা যেগুলি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন, সেই সমস্ত রাস্তা দ্রুত মেরামত ও নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে নতুন পাড়ায় একটি রাস্তার নির্মাণের সূচনা করা হয়েছে। জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা খরচে রাস্তাটি নির্মাণ করা হবে।

জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাস্তা পাকা না থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। এলাকার মানুষের আবেদনে তাই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ওই রাস্তাটি পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৪০ মিটার রাস্তা নির্মাণের

কাজ হবে। দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে পড়ে থাকা রাস্তা পাকা হওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের আর এক কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব বন্দোপাধ্যায়, স্থানীয় বাসিন্দা তথা মহিলা তৃণমূলের জেলা নেত্রী স্বপ্না বৈদ্য, তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সিঙ্গুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: বৃহস্পতিবার রাতে হুগলি জেলার সিঙ্গুরের ইন্দ্রখালি এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাইক ও সাইকেল। সাইকেল আরোহী যখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন, তখন দ্রুতগতিতে আসা বাইক ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এর জেরে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃতের নাম মীর সানিয়াদ (২২)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়ক ধরে দু'জন একটি বাইকে করে বর্ধমানমুখী রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। সে সময় বাইক এসে ধাক্কা মারে সাইকেলে। এই সংঘর্ষের জেরে দুই বাইক আরোহী এবং সাইকেল আরোহী, তিন জনই ছিটকে পড়েন রাস্তায়। পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে একজনকে মৃত ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা।

নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিরল অপারেশনে সাফল্য

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলের জেলা ঝাড়গ্রাম, জেলার এক প্রান্তে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হল জটিল অপারেশন। দীর্ঘদিন পর এই রকম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই ধরনের অপারেশন শুরু হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠলেন ষাট বছরের এক বৃদ্ধ।

গত পাঁচ বছর ধরে মুখের সামনে টিউমার নিয়ে অসুস্থতায় ভুগছিলেন সুধীর মান্ডি। বৃহস্পতিবার রাতে নয়াগ্রাম সুপার

স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর মুখের সামনে থাকা ৪০০ গ্রাম ওজনের টিউমারটি কেটে বাদ দেন চিকিৎসকেরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুধীর মান্ডির বাড়ি নয়াগ্রাম ব্লকের ধীরিঘুটু গ্রামে। গত পাঁচ বছর ধরে মুখের টিউমার নিয়ে ভুগছিলেন।

জানা গিয়েছে, এক সপ্তাহ আগে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার দেবাশিস মাহাত একটি স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে মুখে টিউমার নিয়ে ঘুরতে দেখেন। এরপর ওই বৃদ্ধকে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ভয়ে আসতে চাননি। পরে একটি এনজিওর মাধ্যমে ওই বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মুখে অপারেশন করে টিউমারটি কেটে বাদ দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই অস্ত্রোপচার করেন ডেন্টাল সার্জেন শান্তনু বাতসা ও ইএনটি সার্জেন কাঞ্চন পাঠক। ঝাড়গ্রাম বা মেদিনীপুর শহরে অপারেশনের জন্য যেতে হবে না আর, জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালই যথেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিরল অপারেশন হওয়ায় খুশি জঙ্গলমহলবাসী।

বেঙ্গালুরুতে পর পর ৪৪টি স্কুলে বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর: বেঙ্গালুরুর ৪৪টি স্কুলে পর পর বোমাতঙ্ক। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ইমেল করে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে।

শুক্রবার সকালে স্কুল খোলার পর পরই বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন প্রান্তের ৪৪টি বেসরকারি স্কুলে ইমেল পৌঁছয়। ওই ইমেলে দাবি করা হয়, সবকটি স্কুলে বোমা রাখা আছে। যে কোনও সময় স্কুলগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ওই ইমেল পাওয়ার পর স্কুলগুলিতে আতঙ্ক ছড়ায়। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আতঙ্কিত অভিভাবকেরা দ্রুত ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে আনতে স্কুলে স্কুলে ছুটে যান। আতঙ্ক আরও বাড়ে। ওই হুমকি ইমেল আবার প্রথমে আসে খোদ রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের বাড়ির সামনের স্কুলে। তার পর জানা যায় শহরের অন্য প্রান্তে আরও ৪৩টি স্কুলে এই ধরনের ইমেল গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আসরে নেমে যায় বেঙ্গালুরু পুলিশ। সবকটি স্কুলেই প্রাথমিকভাবে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, কোনও স্কুলে কোনও ধরনের বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। এটা আসলে ভুয়ো হুমকি মেল। গত বছরও এই ধরনের ইমেল এসেছিল। তবে এই ইমেলগুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সব স্কুলেই তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। অভিভাবকদের উদ্দেশে বেঙ্গালুরু পুলিশের আশ্বাস, এই ধরনের হুমকিতে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কে বা কারা এই ধরনের ইমেল পাঠাচ্ছে, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সিবিএসই-র

মার্কশিটে থাকবে না পার্সেন্টেজের উল্লেখ

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: সিবিএসই পরীক্ষার্থীদের জন্য বড় ঘোষণা করল বোর্ড। বলা হয়েছে, এবার থেকে পরীক্ষার্থীদের ডিভিশন এবং গড় নম্বরের উল্লেখ থাকবে না মার্কশিটে। প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তারা পড়ুয়ার গড় নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির মার্কশিটে প্রাপ্ত নম্বরটুকুই লেখা থাকবে। পরীক্ষার্থী কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন, সেটার উল্লেখ থাকবে না।

শুক্রবার একটি বিবৃতি জারি করেছেন সিবিএসই-র এক্সামিনেশন কন্ট্রোলার সান্যম ভরদ্বাজ। সেখানেই বলা হয়, 'পাঁচের বেশি বিষয় নিয়ে কেউ যদি পরীক্ষা দেয়, তাহলে ওই পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ধারণের দায়িত্ব নেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তারা। পড়ুয়াদের প্রাপ্ত নম্বর থেকে গড় নির্ধারণের দায়িত্ব নেবে না বোর্ড। যদি আগামী দিনে পড়ুয়াদের গড় নির্ধারণ বা পরীক্ষার্থী কত শতাংশ নম্বর পেলেন সেটা জানার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অন্যদেরই হিসাব করে নিতে হবে।'

উল্লেখ্য, সিবিএসই পরীক্ষায় গড় বা অ্যাগ্রিগেট নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পড়ুয়াদের অনেকের মনেই। গড় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় নিয়ে হিসাব করা হবে, সেই নিয়ে সংশয় তৈরি হয় অনেক ক্ষেত্রেই। যদিও এতদিন সিবিএসই মার্কশিটে পার্সেন্টেজ এবং গড়ে উল্লেখ থাকত না। তবে পড়ুয়া কোন বিভাগে পাশ করেছেন, সেটা লেখা থাকত মার্কশিটে।

প্রসঙ্গত, পড়ুয়াদের মধ্যে অত্যধিক প্রতিযোগিতা কমাতে গত বছর থেকে মেধা তালিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে সিবিএসই।

রাজস্থানে উধাও ইভিএম, সাসপেন্ড আধিকারিক

জয়পুর, ১ ডিসেম্বর: রাজস্থানে ভোট মিটতেই ইভিএম বিতর্ক! গণনাকেন্দ্র থেকেই উধাও হয়ে গেল ভোটযন্ত্র। ঘটনার জেরে ভারপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজস্থানে ১৯৯ আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে গত ২৫ নভেম্বর। সূত্রের খবর, তার পরের দিন অর্থাৎ ২৬ নভেম্বরই একটি ইভিএম উধাও হয়ে যায়। সেটি রাখা ছিল জেলা নির্বাচনী আধিকারিক পঙ্কজ জাখরের গাড়িতে। ইভিএমটি উধাও হওয়ার পরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই

Notice Inviting General Quotation

"General quotations are invited
A. For printers, scanner, LED projectors, 256 BG SSD, monitor, sewing machine separately.
B. ERP based Internal Finance Managing Software and Feedback and servicing laboratory equipment
C. For college stationary and laboratory chemicals on Annual Rate Contact basis. Blanket order would be offered to the bidder(s) as 'L1' for year-long supply of items as and when required,
D. For pandel decoration
E. Sealed auction is invited from reputed caterer/company for lease of the college canteen.
For detail please visit college website. **Last date for submission of general quotations and e-tenders is 08.12.2023. College website is www.sammilanimahavidyalaya.ac.in**

Sd/-
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

কাশ্মীরে রাতভর সংঘর্ষে খতম ১ জঙ্গি, উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

শ্রীনগর, ১ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে, জঙ্গি দমনে ফের বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাতেই দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহাল গ্রামে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল ভারতীয় সেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনীর। শুক্রবার সকালে কাশ্মীরে মোতায়েন ভারতীয় সেনা বাহিনীর চিনার কর্পস জানায়, এই সংঘর্ষে অন্তত একজন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে, ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ বাহিনীর। তাই, এখনও তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে চিনার কর্পস লেখে, 'নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে, পুলওয়ামার আরিহালে একটি যৌথ অভিযান শুরু করেছিল। এলাকাটি ঘিরে ফেলার পর, জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে এবং এক সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে।'

সূত্রের খবর, আরিহাল গ্রামের নিউ কলোনি এলাকায় কিছু জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে বাহিনীকে খবর দিয়েছিলেন সেনার গোয়েন্দারা। এরপরই, পুলিশ, ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সিআরপিএফ-এর এক যৌথ বাহিনী ওই এলাকায় হানা দেয়। প্রাথমিকভাবে সেখানে অন্তত দুইজন জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে অনুমান করেছিল বাহিনী। তাদের মধ্যে একজনকে নির্মূল করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সে কাশ্মীরেরই স্থানীয় বাসিন্দা। অপরজনের এখনও কোনও খোঁজ নেই। তবে, রাতভর অভিযানের পর, আরও জঙ্গি থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সংখ্যাটা ১০-১২-ও হতে পারে। জঙ্গিরা যাতে পালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে গোটা এলাকা এখনও ঘিরে রেখেছে বাহিনী।

ভারতেই পান্নুনকে খুনের ছক, খোঁজ করতে আসে সিআইএ!

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর: ভারতের মাটিতে বসে ভারতীয় কূটনীতিকের মদতেই খলিস্তানি জঙ্গিনেতা পান্নুনকে খুনের চেষ্টা চলছে! আমেরিকার এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই নয়া তথ্য ফাঁস করেছে সংবাদসংস্থা রয়টার্স। তাদের দাবি, চলতি বছরের জুলাই মাসেই এই খুনের ছক জানা গিয়েছিল। তার পরেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র ডিরেক্টর উইলিয়াম বার্নস ভারতে আসেন। জি-২০ সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

জুলাই মাসের শেষ দিকে জানা যায়, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুন করার ছক কষছে ভারতীয় কূটনীতিক। সেই জন্য সুপারি কিলারও ভাড়া করা হয়েছে। এই বিষয়টি জানতে পেরেই অগস্ট মাসে ভারতে এসেছিলেন বার্নস। সেই সময়ে 'র' প্রধান রবি সিনহার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। জানিয়ে দেন, এই পরিকল্পনা নিয়ে ভারতকে তদন্ত করতে হবে। দোষীদের সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে হবে। সেই সঙ্গে আমেরিকাকে আশ্বাস দিতে হবে যেন আগামী দিনে এমন ঘটনা না ঘটে।

এই বৈঠকের পরেই সেপ্টেম্বর মাসে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসেন বাইডেন। সম্মেলনের ফাঁকে মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন তিনি। পান্নুনকে খুনের ছক কষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন বাইডেন। তিনি মোদিকে বলেন, এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন আসতে পারে। বাইডেন ফিরে যাওয়ার পরেও পান্নুনকে খুনের পরিকল্পনা নিয়ে 'তদন্ত' চালিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। নভেম্বর মাসে ভারতে এসেছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন। নানা বৈঠকে এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, কানাডার মাটিতে খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারতের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ আনে কানাডা। যদিও এখনও সেই অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি। এহেন পরিস্থিতিতেই প্রকাশ্যে আসে পান্নুনকে খুনের ছক নিয়ে মার্কিন রিপোর্ট। সেই অভিযোগের তদন্তও শুরু করেছে ভারত।

সমকাম ও রূপান্তরকামকে নিষিদ্ধ করছে রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট

মস্কো, ১ ডিসেম্বর: এলজিবিটি আন্দোলনকে দেশ থেকে সমূলে দূর করতে আরও এক বড় পদক্ষেপ রাশিয়ার। এলজিবিটি আন্দোলনকারীদের 'চরমপন্থী' হিসাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করল রুশ সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার রুশ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, 'আন্তর্জাতিক এলজিবিটি সামাজিক আন্দোলন' নিষিদ্ধ করার বিষয়ে রুশ বিচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আদালতকে অনুরোধ করা হয়েছিল। সেই অনুরোধ সুপ্রিম কোর্ট মেনে নিয়েছে। গত কয়েক মাসে, রাশিয়ায় যৌন পছন্দ এবং লিঙ্গ পরিচয়ের প্রকাশের উপর প্রশাসনের মুঠি ক্রমে শক্ত হয়েছে। 'অপ্রথাগত' যৌন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা করা হয়েছে। আইনি বা চিকিৎসাগতভাবে লিঙ্গ পরিবর্তনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রুশ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক এই রায়, সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের ফলে, রাশিয়ায় সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডারদের ধরপাকড় আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদের প্রধান ভলকার তুর্ক, অবিলম্বে রাশিয়ায় মানবাধিকার কর্মীদের কাজের উপর অনুপযুক্ত বিধিনিষেধ জারি বা এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতি বৈষম্যকারী আইনগুলি বাতিল করার ডাক দিয়েছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II Block, **NIeT No.-47/BDO Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 30.11.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_610836_1 to 6.** Last date of closing bids ends on **14.12.2023 up to 06:00 PM.** for Const. 6 Nos AWC & **46/EO KH-II/2023-24, Date: 28.11.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_610123_1 to 4.** Last date of closing bids ends on **11.12.2023 up to 06:00 PM.** for 4 Nos Community Toilet & **48/EO Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 30.11.2023. Tender ID-2023_ZPHD_611360_1 to 3,** for 3 Nos. different scheme Last date of closing bids ends on **11.12.2023 up to 06:00. PM.** For detail visit **wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO/BDO
Khanakul-II PS/Khanakul-II BDO

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 18/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos Civil and Electric works. Bid Submission start-**30/11/2023**, Ends- **15/12/2023** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **09/GGP/15Th.CFC-UN TIED/ 2023-24 & 10/GGP/ 15Th.CFC- TIED/ 2023-24,** With Vide Memo No. **322/GGP/2023-24 & 323/ GGP/ 2023- 24, Dated: - 30-11-2023,** The Last date for online submission of tender is **13/12/2023 upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

E-Tender invited by Pradhan, Bhaluka Gram Panchayat (under Krishnagar-I Panchayat Samiti), P.O. Krishnagar, Dist. Nadia. **NIT No. Bhaluka/19/15th FC (untied)/ 2023-24 Dt. 25.11.2023, vide Memo No. 414/Bhaluka GP/2023 Dt. 30.11.2023 and NIT No. 14/ Bhaluka/20/15th FC (Tied)/2023-24,** vide Memo No. 413/Bhaluka GP/2023. Last date of Application-**08.12.2023** and last date of submission - **08.12.2023 at 5.00 P.M. For** details please contact to the office or visit **http://wbtenders. gov.in**
Sd/- Pradhan,
Bhaluka Gram Panchayat

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIeT No: 14/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **01.12.2023 from 04.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **09.12.2023 upto 1.00 PM**
Bid Opening Date: **11.12.2023 after 1.00 PM**
Details See In: **wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIeT No: 15/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **01.12.2023 from 04.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **09.12.2023 upto 3.00 PM**
Bid Opening Date: **11.12.2023 after 3.00 PM**
Details See In: **wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NIeT No. 32/KPS/2023-2024
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for 5 no. of different schemes under Kandi Panchayat Samity area and Tender Cost Rs. 5.92 lakh to 24.92 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of 5th SFC
Start date of downloading of documents:- 01/12/2023 from 18.00 hours
Last date of downloading of documents- 16/12/2023 upto 15.00 hours
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
পূর্ব রেলওয়ে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা: MC/WC/DV/Testing/NH/R23, তারিখ ২৮.১১.২০২৩। নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতা সহ স্বনামধন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম'-এ সিল করা খোলা টেন্ডারগুলি সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ১ম তলা, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছে **কাজের নাম/বর্ণনা:** কাজ "আরওএইচ শেড নৈহাটিতে ডিস্ট্রিবিউশন ভালভ (ডিভি) টেস্টিং বেঞ্চ সরবরাহ এবং ইনস্টলেশন।" **টেন্ডার মূল্য:** ১২,৫০,০৪০.০০ টাকা। **বিড নিরাপত্তা:** ২৫,০০০.০০টাকা।। **মাসে চুক্তির মেয়াদ: ১২. বিডিং শুরুর তারিখ:** ২২.১১.২০২৩। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৬.১২.২০২৩ এ ১৩.০০ টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০৬.১২.২০২৩ এ ১৩.১৫ টায়। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতার মানদণ্ড সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট URL) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোন ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।
SDAH-275/2023-24
www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in
আমাদের ফলো করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Itachuna Khanyan Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Khanyan, P.S.-Pandua, Dist.- Hooghly, 712147
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work vide **Reference No.: 616/2023 & NIT No.: 28/2023, Date: 01/12/2023. Tender ID: 2023_ZPHD_612958_1.** Last Date of Bid Submission: **07/12/2023 up to 01:30 PM.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Itachuna Khanyan Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 27/23-24/FCXV/T Dated 01.12.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **16.12.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the
SAGARDIGHI GRAM PANCHAYAT
Harhari, Sagardighi, Murshidabad
NIeT No.-08/SDGP/CFC/ (Untied)/2023-24, Vide Memo No.- 422(12)/SDGP, Dated-30/11/2023 & NIeT No- 09/SDGP/CFC (Tied)/ 2023-24 Vide Memo No. 423(12)/ SDGP, Date- 30/11/2023, Date of Publishing- **30/11/2023 at 18.55 Hrs.** Bid Downloading Starts from- **30/11/2023 at 18.55 Hours.** Bid Downloading ends- **06/12/2023 at 18.00 Hours.** Last date of bid submission- **06/12/2023 at 18.00 Hours.** Technical Bid opening date- **08/12/2023 at 18.00 pm.**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersing
Sd/- Prodhan
Sagardighi G.P.

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 26/23-24/FCXVSWM/T Dated 01.12.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission Solid Waste Management. Last date of submission of tender: **16.12.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা: ANRE/EL/KKK/TWC- 020, তারিখ ২৮.১১.২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সদর দপ্তর, রেলওয়ে বিদ্যুতায়ন, কলকাতা দ্বারা ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে : **কাজের নাম এবং এর অবস্থান:** "ওয়াগন মাউন্টেড ক্রেন (পাওয়ার আর্মের) মেরামত" এর জন্য খোলা টেন্ডার। **কাজ সমাপ্তির সময়কাল:** ০২ মাস। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ২৪,১৩,৯০২.৪০ টাকা। **বায়না জমা করতে হবে:** ৪৮,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার জমা দেওয়ার এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** (১) জমা দেওয়ার শেষ দিন ২০.১২.২০২৩ তারিখে ১৪.০০ টা পর্যন্ত। (২) ২০.১২.২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ টায় টেন্ডার খোলা হবে। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে:** www.ireps.gov.in **টেন্ডার নথি ডাউনলোড করার তারিখ ও সময়:** ২৮.১১.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩ পর্যন্ত (২০.১২.২০২৩ তারিখে ১৪.০০ টা পর্যন্ত)। অফারের বৈধতা: টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিন।
MISC-197/2023-24
www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in
আমাদের ফলো করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ৩০.১১.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৬০-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ বেলঘরিয়া ট্র্যাক ডিপো এবং কিমি ১১/১-১১/৭, ১১/২কিউ-১১/৮কিউ, ১১/২৫-১২/৫, ১২/৫-১২/১৫ থেকে রেলওয়ে ট্র্যাক সাইড বরাবর রেল ফেন্সিং এবং ব্যালাস্ট ওয়াল নির্মাণের বকেয়া কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৬,৭০,৩৬০.৬৯ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৯৩,৪০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৬২-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহতে—বজবজ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ লেভেল ক্রসিং গেট নং ১/এ/ই, ২/এ/ই, ৫/এস/টি কাঁকুলিয়া, ৭/বি/টি (৪টি লেভেল ক্রসিং গেট)-এ স্ট্যান্ডার্ড টাইপ গেট লজের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮০,২৮,১৭৪.৬০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৬০,৬০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৬৩-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** দমদম জংশন–ডানকুনি (আপ ও ডাউন)-এর মধ্যে সিটিআর(পি) কাজ কিমি ০.০৬-০.২১=০.১৫ টিকেএম (ডাউন), কিমি ০.২১ থেকে ০.৫২৯=০.৩১৯ টিকেএম (ডাউন), কিমি ০.৬৯৪-০.৭৮২=০.০৮৮ টিকেএম (ডাউন), কিমি ০.৭৮২-৪=৩.২১৮ টিকেএম (ডাউন), কিমি ৫.৩৬১-৬.৭৮৪ =১.৪২৩ টিকেএম (ডাউন), কিমি ৬.৭৮৪-৭.৫৯৬=০.৮১২ টিকেএম (ডাউন), কিমি ৭.৫৯৬-৭.৮২৬=০.২৩ টিকেএম (ডাউন), কিমি ৭.৮২৬-৮.০৩১=০.২০৫ টিকেএম (ডাউন), কিমি ৮.০৩১-৯.৩২৭=১.২৯৬ টিকেএম (ডাউন), কিমি ০.০৬২-০.২২২=০.১৬ টিকেএম (আপ), কিমি ০.৬১-০.৯৮৩=০.৩৭৩ টিকেএম (আপ), কিমি ১-৩.২৭২=২.২৭২ টিকেএম (আপ), কিমি ৩.২৭২- ৪.১০৬ টিকেএম (আপ), কিমি ৪.১০৫-৪.৬৫=০.৫৪৫ টিকেএম (আপ), কিমি ৪.৬৫-৬.০৩=১.৩৮ টিকেএম (আপ), কিমি ৬.০৩-৬.৭৮৪=০.৭৫৪ টিকেএম (আপ), কিমি ৬.৭৮৪-৭.৫৯৮=০.৮১৪ টিকেএম (আপ), কিমি ৭.৫৯৬-৭.৮২৬=০.২২৮ টিকেএম (আপ), কিমি ৭.৮২৬-৮.০৩১=০.২০৫ টিকেএম (আপ), কিমি ৮.০৩১-৮.৬১৭=০.৫৮৬ টিকেএম (আপ), কিমি ৮.০১৭-৮.৯৭৬ (আপ), কিমি ৮.৯৭৬-৯.৩২৭=০.৩৫১ টিকেএম (আপ), মোট কিমি ১৭.৯৬২ টিকেএম, তৎসহ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধীনে এসএসই/পিডব্লু/শিয়ালদহ শাখায় অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য মান ঃ** ২,৫১,১৭,৬৭৫.৩৫ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৭৫,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ৬ মাস, ক্রঃ নং ২-এর জন্য ৯ মাস এবং ক্রঃ নং ৩-এর জন্য ১৫ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য ২২.১২.২০২৩। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** হল প্রতিটি টেন্ডারের জন্য ২২.১২.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথি পত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। (SDAH-283/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
E-Bid is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Works	Ref. of Tender
1	Planning, Designing, Construction and Commissioning of 1000 Cum. capacity Clear Water Reservoir with Pumping station along with WBSEDCL cum Operator Room and all other allied works complete in all respect on turnkey basis within Beldanga Municipal area under AMRUT 2.0 Programme.	WB/MAD/ULB/BEL/ NIeB-15/2023-24

Last date for submission of tender on **30.12.2023 at 15:00 HRS**
For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 104 (2nd Call) 109 (2nd Call), 160 to 162/23-24
Dated. 01-12-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Burdwan, Murshidabad, North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **02-12-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **15-12-2023 before 3.00 pm** as per NIeT.
Date: 01.12.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/ CM/BTRD/ PWD/ NIT-52/23-24 & Tender Id. 2023_MAD_581514_1, WBMAD/ CM/DRN/PWD/NIT-39/ 23-24 & Tender Id.2023_ MAD_581350_1, WBMAD/ CM/CCRD/PWD/NIT-29/23-24 & Tender Id. 2023_ MAD_ 580975_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/NIT-58/23-24 & Tender Id.2023_ MAD_ 581565_1, WBMAD/CM/ DRN/ PWD/NIT-70/23-24 & Tender Id.2023_ MAD_ 581265_1, WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/NIT-43/23-24 & Tender Id.2023_MAD_ 581398_1, WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/NIT-66/23-24 & Tender Id.2023_MAD_ 581619_1, WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/NIT-60/23-24 & Tender Id.2023_MAD_ 581598_1, WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/ NIT-51/23-24 & Tender Id.2023_MAD_ 581455_1, WBMAD/CM/ CCRD/ PWD/NIT-35/23-24 & Tender Id.2023_MAD_ 581021_1 for construction of roads. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) **Name of the Work:** Construction of CGI Shed with Concrete Patform at Vambey Colony Kali Mandir, Palashdiha, within Ward No.- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-289/23-24
Tender ID : 2023_MAD_611328_1 • Estimated Amount : Rs. 3,07,764/-
2) **Name of the Work:** Repairing of B.T Road at Netaji Colony within Ward No.- 21, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-288/23-24
Tender ID : 2023_MAD_611281_1 • Estimated Amount : Rs. 2,75,705/-
3) **Name of the Work:** Repairing of B.T Road at Kavi Jasimuddin Path City Centre within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-287/23-24
Tender ID : 2023_MAD_611259_1 • Estimated Amount : Rs. 1,55,871/-
4) **Name of the Work:** Construction of Concrete Road at Udichi Park Street No.- C within Ward No.- 26, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-286/23-24
Tender ID : 2023_MAD_611219_1 • Estimated Amount : Rs. 2,85,217/-
5) **Name of the Work:** Construction of Concrete Road from Dipankar Maity House to Sudip Pramanik House within Ward No.- 30, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-270/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_611133_1 • Estimated Amount : Rs. 1,20,452/-
6) **Name of the Work:** Construction of Culvert for High Drain at Rishi Aurobinda Nagar, Ward- 16, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-84/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_610986_1 • Estimated Amount : Rs. 4,87,497/-
7) **Name of the Work:** Construction of Concrete Road and 1 No. Culvert at Amrai Indraprastha Housing Complex from Dilip Kumar Shaw House to Durga Mandir within Ward- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-260/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_610943_1 • Estimated Amount : Rs. 4,42,590/-
Last Date : 09th December 2023, up to 05:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৩/৬০ তারিখ ঃ ০১.১২.২০২৩
"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং ঃ ৫৬২৩৫১৩৪, খোলার তারিখ ঃ ১৮.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল এসি এলইডি সব রকমের ইত্যাদি সরবরাহের জন্য চলতি চুক্তি, **পরিমাণ ঃ** ১০,০০০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮,১৬,৮০০। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং ঃ ৪০২৩৫০১৬এ, খোলার তারিখ ঃ ২২.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সংশ্লিষ্ট বিশদ ডিভিসি স্পেসিফিকেশন অনুসারে ৩৮ কেভি (ইউই)/৬৬ কেভি (ই), ১ সি X ৬৩০ বর্গমিমি X এলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবেল সরবরাহের কাজ, **পরিমাণ ঃ** ২০০০ মিটার, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৭৪,১৬০। **ক্র. নং. ৩, টেন্ডার নং ঃ ৪৭২৩৫০১০, খোলার তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডিএ সেট ৫০০ কেভিএ (৩৩৬ কেডব্লু), ৭৫০ ভোল্ট, ৩ পিএইচ-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা এবং পরীক্ষার কাজ, **পরিমাণ ঃ** ০৫ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,৩৯,৯০০। **ক্র. নং. ৪, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৩৫৮৭১, খোলার তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ড্রাই ক্লিনিং মেশিনের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা, **পরিমাণ ঃ** ০২টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮৩,৮০০। **ক্র. নং. ৫, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৩৫৮৯১, খোলার তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ফ্ল্যাট ওয়ার্ক আয়রনার-এর লিনেন ক্যালেন্ডারিং-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা, **পরিমাণ ঃ** ০১টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৬,২৪০। **ক্র. নং. ৬, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩২৩৬৪, খোলার তারিখ ঃ ১৬.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৮ ভোল্ট ৪৫০ এএইচ ক্ষমতার লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। **পরিমাণ ঃ** ৬০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮৫,৭২০। **ক্র. নং. ৭, টেন্ডার নং ঃ এইচভি২৩৬১৯০, খোলার তারিখ ঃ ১৪.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ইঞ্জেকশন নিভলুম্যাব ১০০ মিগ্রা ভায়াল প্যাকিং-এ রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত তালিকা অনুসারে পণ্যটি পাওয়া যাবে। **পরিমাণ ঃ** ৬০ ভায়াল, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১০,১৪৩। **ক্র. নং. ৮, টেন্ডার নং ঃ ৫৬২২৫৪১১, খোলার তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** মাল্টিসেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার (এমএসডিএসি)-র সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার চলতি চুক্তি। **পরিমাণ ঃ** ৮৩২টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২০,০০,০০০। **ক্র. নং. ৯, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩৫২৭৩বি, খোলার তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অটোমেটেড ফিয়াট বগি ইত্যাদির ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা, **পরিমাণ ঃ** ০১টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮১,০৭০। **ক্র. নং. ১০, টেন্ডার নং ঃ এডি২৩৫৫০১এ, খোলার তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** স্পেয়ার্স-এর সেট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা, **পরিমাণ ঃ** ০২ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৬,৩৭০। **ক্র. নং. ১১, টেন্ডার নং ঃ ৩৮২৩৩৮৬৩এ, খোলার তারিখ ঃ ২০.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১/২" (১২.৭ মিমি) ব্যাসের জিংক প্লেটেড/গ্যালভানাইজড লক বোল্ট সঙ্গে গ্রিপ রেঞ্জ (১২.৭০ - ১৯.০৫ মিমি) সমেত কলার (২৮জি), **পরিমাণ ঃ** ১৩০০০০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫৫,৬১০. **ক্র. নং. ১২, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৩১৮৪, খোলার তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি-৯ লোকোসমূহের জন্য এফটিআরটিআইপিএল-এর পার্ট নং এফটি০০৫০৯৮-৪৪৮ অনুসারে প্রেশার গজের সেট। সেটে ৫টি দফা থাকবে। **পরিমাণ ঃ** ৮২ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৬৮,৭৩০। **ক্র. নং. ১৩, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৪৫৯৭, খোলার তারিখ ঃ ১৪.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** আইওএইচ ওভারহলিং কিট প্যান্টোগ্রাফের জন্য, **পরিমাণ ঃ** ৮১ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৫৫,২২০। **ক্র. নং. ১৪, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৩২০৬, খোলার তারিখ ঃ ২৮.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কনট্যাক্টর অক্সিলিয়ারি সমূহের জন্য অক্সিলিয়ারি কনট্যাক্টর, **পরিমাণ ঃ** ১৮১টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,১০,২৪০। **ক্র. নং. ১৫, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৩৬৮০, খোলার তারিখ ঃ ২২.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ড্রাইভার ব্রেক এবং হর্ন ভালভ-এর মেনটেন্যান্স কিট-এর সেট, **পরিমাণ ঃ** ৯৩ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫২,৯২০। **ক্র. নং. ১৬, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩১৩৪৯এ, খোলার তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিঙ্গল বটল ভিসিবি-র জন্য পিওএইচ কিট, **পরিমাণ ঃ** ৫৫ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৮,৩৭০। **ক্র. নং. ১৭, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৩৩৫৯৫এ, খোলার তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অপারেটিং হ্যান্ডেল সমেত ম্যানুয়াল ড্রাইভ, **পরিমাণ ঃ** ৮২টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৬,৬৩০। **ক্র. নং. ১৮, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৩৩৫৬৩, খোলার তারিখ ঃ ০২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** প্রোগ্রাম সুইচ এইচভিএসআই, **পরিমাণ ঃ** ২৫৬টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫০,৬৩০। **ক্র. নং. ১৯, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৩১২৯৫বি, খোলার তারিখ ঃ ১৬.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অ্যানুয়াল ওভারহলিং (এওএইচ), **পরিমাণ ঃ** ২৮৩ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯৪,৪৬০। **ক্র. নং. ২০, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৩০২৮এ, খোলার তারিখ ঃ ১৬.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ওয়াইপার মোটর, **পরিমাণ ঃ** ৩২১ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,২৬,৮৯০। **ক্র. নং. ২১, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৩৩৭১৭এ, খোলার তারিখ ঃ ১৯.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ওভারহলিং কিট-এর সেট, **পরিমাণ ঃ** ১৭৪ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮০,৯০০। **ক্র. নং. ২২, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৩৩৫৮৩, খোলার তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএপি-৪ লোকোর জন্য বুল গিয়ার ৫৮ টিথ, **পরিমাণ ঃ** ২৩টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৮,২৮০। **ক্র. নং. ২৩, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৩১৩০৮, খোলার তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কনট্যাক্ট-এর সেট (সিলভার টিপ), **পরিমাণ ঃ** ৫৮৪ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৭,১১০। **ক্র. নং. ২৪, টেন্ডার নং ঃ ৮৫২৩৩০৬৮, খোলার তারিখ ঃ ২২.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিলিন্ড্রিকাল রোলার বেয়ারিং এনইউ ৩২৮ ইসিএম সি৪/ভিএ৩০১ ইত্যাদি, **পরিমাণ ঃ** ৮৪টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫২,০৪০। **ক্র. নং. ২৫, টেন্ডার নং ঃ ৮৫২৩১৮৩১এ, খোলার তারিখ ঃ ২২.১২.২০২৩, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিঙ্গল রো ডিপ গ্রুভ বল বেয়ারিং এসকেএফ ৬৩১৩ ইত্যাদি। **পরিমাণ ঃ** ১৩৪১টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫৪,৪৩০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(PR-876) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

বিশ্বজয়ীদের হারিয়ে টি২০ সিরিজ জিতল সূর্যের ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার রায়পুরে চতুর্থ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ২০ রানে হারিয়ে দিল তারা। শেষ দিকে ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিং খেলতে পারলেন না অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা। ব্যাটে রিঙ্কু সিংহ এবং বলে অক্ষর পটেলের কাছে হার অস্ট্রেলিয়ার। রবিবার বেঙ্গালুরুতে শেষ ম্যাচ। তবে এখন সেই ম্যাচ গুরুত্বহীন।

টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ম্যাথু ওয়েড প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন। দলে চারটি বদল আনেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের জায়গায় প্রথম একাদশে ফেরেন মুকেশ কুমার। শ্রেয়সের এই ম্যাচ থেকেই খেলার কথা ছিল। তিনি আসেন তিলক বর্মার জায়গায়। আরশদীপ সিংহের জায়গায় আসেন দীপক চাহার। জিতেশ শর্মা আসেন ঈশান কিশনের জায়গায়। অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক হল ক্রিস গ্রিনের। তাঁরা পাঁচটি বদল করে। মার্কাস স্টোইনিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জস ইংলিস, ঝে রিচার্ডসন এবং নাথান এলিস খে লেননি।

শুরুটা ভাল হয়নি ভারতের। অ্যারন হার্ডির প্রথম ওভারে মেডেন হয়। শেষ বলে যশস্বীর আউট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু ডিআরএসে বেঁচে যান তিনি। লেগ বাইয়ে এক রান হয়। পরের ওভারে জেসন বেহরেনডর্ফকে দু'টি চার মেরে ১১ রান নেন যশস্বী। তার পরের ওভারে নবাগত বেন ডোয়ারশুইসকে তিনটি চার মারেন। ষষ্ঠ ওভারে ওপেনিং জুটিতে ভারতের ৫০ হয়ে যায়। এর পরেই হার্ডির বলে ফিরে যান যশস্বী। ২৮ বলে ৩৭ করেন ভারতের ওপেনার।

তিনে নামেন শ্রেয়স। কিন্তু

জাতীয় দলের প্রত্যাবর্তনটা ভাল হল না। অষ্টম ওভারেই তনবীর সাঙ্ঘার বলে গ্রিনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। অষ্টম ওভারে সূর্যকে তুলে নেন বেন। ১ রানেই আউট ভারতের অধিনায়ক। পর পর তিনটি উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়েছিল ভারত। সেই চাপ কাটিয়ে দেন রিঙ্কু। সঙ্গী হন রুতুরাজ। দু'জনে মিলে চতুর্থ উইকেটে ৪৮ রান তুলে দেন। এর পর সাঙ্ঘা ফেরান রুতুরাজকে (৩২)। নবাগত জিতেশ যোগ দেন রিঙ্কুর সঙ্গে।

তবে ভারতের রানের গতি এতটাই কম ছিল যে বড় রান উঠবে কি না, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। চাপ কাটিয়ে দেন রিঙ্কু এবং জিতেশ। সাধারণত ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাট করতে আসেন রিঙ্কু। কিন্তু চাপের মুখে পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ব্যাট করলেন কেকেআরের ক্রিকেটার। তিনি এবং জিতেশ পঞ্চম উইকেটে পঞ্চাশের উপরে রান তোলেন। ১৯ বলে ৩৫ রানের ইনিংস খেলে ফিরে যান জিতেশ। রিঙ্কু আউট হন ৪৬ রান করে। রিঙ্কু ফিরতেই পর পর ভারতের উইকেট পড়তে থাকে। সে কারণে শেষ দু'ওভারে বেশি রান হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া শুরুটা খারাপ করেনি। প্রথম দু'ওভারে ১৮ রান ওঠার পর তৃতীয় ওভারে চাহারকে মেরে ২২ রান নেন ট্রেভিস হেড। চারটি চার এবং একটি ছয় মারেন তিনি। বাধ্য হয়ে চতুর্থ ওভারে বিঞ্চোইকে আনেন সূর্য। প্রথম বলেই জশ ফিলিপেকে ফেরান তরুণ স্পিনার। পঞ্চম ওভারে অক্ষর পটেলের বলে তুলে মারতে গিয়ে ফেরেন হেডও (৩১)। পর পর দুই ওপেনার ফেরায় ভারত ম্যাচে ফিরে আসে।

বিশ্বকাপ ট্রফিতে পা রাখা বিতর্কে মুখ খুললেন মার্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছবিটা দেখে আহত হয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য এটি ছিল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো।

১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি জেতে অস্ট্রেলিয়া। পরদিন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয় ছবিটি; বিশ্বকাপ ট্রফির ওপরে পা দিয়ে বসে আছেন মার্শ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন ভারতীয়রা। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়া মোহাম্মদ শামি মার্শের ছবিটি দেখে কষ্ট পেয়েছেন বলে জানান। ভারতের উত্তর প্রদেশে এক ব্যক্তি মার্শের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন। ঘটনার ১১ দিন পর এ নিয়ে মুখ খ ুলেছেন মার্শ।

গত মাসে বিশ্বকাপ জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ভারতে থেকে গেছেন। খেলছেন টি,টোয়েন্টি সিরিজে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের অন্যতম মার্শ। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ট্রফির ওপর পা রাখা ছবির যে সমালোচনা ভারতজুড়ে চলছে, এটি নিয়ে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার রেডিও নেটওয়ার্ক এসইএনের সঙ্গে।

৩২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, ট্রফিতে পা দেওয়ার ছবি পোস্টের পেছনে কাউকে আঘাত দেওয়ার ভাবনা ছিল না তাঁর, 'এই ছবির মাধ্যমে কাউকে অসম্মান করতে চাইনি আমি। এটা নিয়ে খুব একটা ভাবিওনি। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও খুব একটা ঘাঁটিনি, সবাই বলেছে, এটা নিয়ে মাতামাতি হয়েছে। কিন্তু এখ ানে তেমন কিছুই নেই।'

এর আগে ভারতীয় পেসার শামি মার্শের ছবিটিকে বিশ্বকাপের জন্য অসম্মানজনক ছিল বলে মন্তব্য করেন। পিউমার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি কষ্ট পেয়েছি। যে শিরোপার জন্য বিশ্বের সব দল লড়াই করে, যে ট্রফি আপনি মাথার ওপর তুলে ধরেন, সেই ট্রফির ওপর পা রাখা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না।'

২০ বছরে আইপিএলের দাম বাড়তে পারে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: যত দিন যাচ্ছে ততই মহার্ঘ্য হয়ে উঠছে আইপিএল। গত বছর সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হয়েছিল ৪৮০০০ কোটি টাকায়। সেই টাকার অঙ্ক বহু গুণে বাড়তে পারে। এমনকী তা পেরিয়ে যেতে পারে ৪ লক্ষ কোটি টাকাও। শুক্রবার তেমনই দাবি করলেন আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল।

এই মুহূর্তে আইপিএল বিশ্বের দ্বিতীয় দামি লিগ। সবার আগে রয়েছে আমেরিকার জাতীয় ফুটবল লিগ। তারা সম্প্রতি ১১ বছরের জন্যে একটি সংস্থার সঙ্গে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক চুক্তি করেছে।

সেটা মাথায় রেখেই ধুমল বলেছেন, তযদি আমি গত ১৫ বছরে আইপিএলের উত্থান দেখি এবং যদি কোনও আনুমানিক অঙ্ক বেছে নিই, তা হলে আমাদের প্রত্যাশা আগামী ২০ বছরে আইপিএলের মিডিয়া স্বত্বের দাম ৪ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা উঠবে।দ প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে আইপিএল শুরু হওয়ার বছরে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি হয়েছিল ৬ হাজার কোটি টাকায়। তখনই বিশ্বের অনেক লিগকে টপকে গিয়েছিল তারা।

সেই প্রসঙ্গে ধুমল বলেছেন,

তআইপিএল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগ। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মত, স্বাধীনতার পর সবচেয়ে ভাল কিছু এ দেশে হয়ে থাকলে সেটা আইপিএল। আমাদের দেশে অনেক বৈচিত্র রয়েছে। অনেক ভাষা, সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু আইপিএল সবাইকে এক সূত্রে বাঁধে।

শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদের আইপিএলেও টাকার অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে বলে মনে করেন ধুমল। বলেছেন, তআমাদের নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে হবে, সমর্থকদের আরও খেলাটার সঙ্গে যোগ করতে হবে, ম্যাচের গুণমান যাতে ভাল হয় সেটার খেয়াল রাখ তে হবে। এখন ক্রিকেট অলিম্পিক্সের অংশ। ডব্লিউপিএল মহিলাদের ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। সুড়ঙ্গের শেষে আশার আলো এখন থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, শো-ক জ শাকিবকে,

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ শাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার এ বারই প্রথম সে দেশের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। বাংলাদেশের সংবাদ পত্র 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য শো-কজ করা হয়েছে তাঁকে। তার জবাবও দিয়েছেন শাকিব।

মাগুরা ১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছেন শাকিব। বুধবার তিনি গাড়িতে ঢাকা থেকে মাগুরায় এসেছিলেন। কামারখালী থেকে কমভয় নিয়ে মাগুরা শহরে ঢোকেন। মাঝে এক জায়গায় নাগরিক সংবর্ধনা নিয়েছিলেন। তার ফলে রাস্তায় যানজট হয়। সেই খবর এবং ছবি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় শাকিবের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার মাগুরা ১ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির প্রধান তথা যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ সত্যব্রত শিকদাররের সই করা চিঠিতে শাকিবকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে ব্যাপারে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা

হয়।

চিঠি পেয়ে শাকিব যান নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির প্রধানের দফতরে। পরে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার বলেছেন, ''প্রথম বার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি আমি। তাই অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে আমার। সেগুলো সংশোধন করে নেওয়া আমার দায়িত্ব। সব নিয়ম জানব, পড়ব, বুঝব। তার পরেও করলে অবশ্য আমার অন্যায় হবে। যা ঘটেছে, তা অনিচ্ছাকৃত এবং অনাকাঙ্খিত। আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকব।''

শাকিব মাগুরা আসছেন জানার পর বহু স্থানীয় বাসিন্দা ঘরের ছেলে স্বাগত জানাতে ভিড় করেন। অনেকেই ফুল নিয়ে এসেছিলেন। বহু মানুষ সমবেত হওয়াতেই ভিড় এবং জ্যাম হয় রাস্তায়। তাতে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয় কিছুক্ষণ।

কাবাডি খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক অভিষেক বচ্চনের চেয়েও বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রধান চরিত্র হিসেবে অভিষেক বচ্চনের বলিউড অভিষেক ২০০০ সালে। প্রায় দুই যুগের ক্যারিয়ারে 'ধুম'তারকার ব্যবসাসফল সিনেমা আছে একাধিক। বলিউডের বিখ্যাত বচ্চন পরিবারের এই তারকা এবার বলেছেন, ভারতে কিছু কাবাডি খেলোয়াড় তাঁর চেয়েও বেশি পারিশ্রমিক পান।

পেশায় অভিনেতা ও প্রযোজক হলেও কাবাডির সঙ্গে অভিষেকের সংশ্লিষ্টতা আছে নিবিড়ভাবে। ভারতের জনপ্রিয় প্রো কাবাডি লিগের (পিকেএল) বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জয়পুর পিংক প্যান্থারের মালিক তিনি। আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া পিকেএলের দশম আসর উপলক্ষে এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের সঙ্গে কাবাডি খে লোয়াড়দের পারিশ্রমিকের তুলনা টানেন অভিষেক।

ভারতে প্রো কাবাডি লিগ শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। এর ছয় বছর আগে শুরু হওয়া আইপিএলের আদলে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ব্যবস্থা আনা হয় এই লিগে। সিনেমার মানুষ হলেও অভিষেক কীভাবে প্রো কাবাডি লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সেটি জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, '১০-১১ বছর আগে আনন্দ মাহিন্দ্রর (ব্যবসায়ী ও পিকেএলের উদ্যোক্তা) সঙ্গে দেখা হলে আমরা খেলাধুলা নিয়ে কথা বলতাম। তিনি

জানেন আমি বাস্কেটবল, ফুটবল ও ক্রিকেট পছন্দ করি। একদিন তিনি বললেন, তএকটা প্রো কাবাডি লিগ করছি। তুমি কি যুক্ত হবে?দ'

প্রস্তাব শুনে ভালো লাগলেও কাবাডি নিয়ে খুব একটা ধারণা ছিল না অভিষেকের। এ নিয়ে কয়েক দিন ঘাঁটাঘাঁটি করার কথা জানিয়ে অভিষেকের মন্তব্য, 'ছোটবেলায় কাবাডি খেলেছি। কিন্তু সেটা খেলার জন্য খেলা। গবেষণা করে দেখলাম, এখনকার দিনে কাবাডি কীভাবে খে লা হচ্ছে। তারপর আমার বাড়ির কাছের একটা কাবাডি ম্যাচ দেখতে গেলাম। দেখলাম, একটা স্থানীয় টুর্নামেন্টে ১০ হাজারের মানুষ খেলা দেখছেন। ওখানকার পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করল। মনে হলো, এই খেলাকে কেন জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা হচ্ছে না।'

অভিষেক জানান, এক দশক আগে শুরু হওয়া প্রো কাবাডি লিগ এখন ভারতের জনপ্রিয় প্রতিযোগিতাগুলোর একটি। দর্শকসংখ্যা বিচারে আইপিএলের পরই প্রো কাবাডি লিগের অবস্থান। প্রো কাবাডি লিগের খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকও তাই অনেক বেড়েছে। কতটা বেড়েছে, সেটি বলতে গিয়ে অভিষেক তুলনা করেছেন নিজের সঙ্গেই, 'কখনো কখনো কাবাডি খে লোয়াড়েরা আমার চেয়েও বেশি পারিশ্রমিক পান।'

শুরু হতে যাওয়া প্রো কাবাডি লিগের এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ১২টি দল।

জয় থেকে ৩ উইকেট দূরে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাইজুল-মিরাজরা জোরালো আবেদন করছেন। কখনো বল খুঁজে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের প্যাড, না হয় ব্যাট-প্যাড, শর্ট লেগ না হয় সিলিতে থাকা ফিল্ডার লাফিয়ে ক্যাচ লুফে নিচ্ছেন। আম্পায়ার আঙুল তুলছেন। দেখতে দেখতে স্কোরবোর্ডে উইকেট,সংখ্যা ১, ২, ৩ থেকে ৭-এ এসে ঠেকেছে। বাংলাদেশও প্রতিটি উইকেটের সঙ্গে একটু একটু করে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের ঘোর তৈরি হচ্ছিল, নিউজিল্যান্ডকে টেস্টে হারানোর স্বপ্ন।

গত বছরের জানুয়ারিতে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে এই কিউইদেরই টেস্টে হারানোর রোমাঞ্চের বাতাস বইতে শুরু করেছে চা,বাগানে ঘেরা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। একবার তো কিউইদের নিজেদের আঙিনায় হারানো হলো। এবার ঘরের মাঠে হারানোর পালা। যেখ ানে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ড ও ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর বড় দলের বিপক্ষে কোনো জয় পায়নি বাংলাদেশ।

এবার স্মরণীয় টেস্টের অধ্যায়ে ২০২৩ সালের সিলেট টেস্টটাও জায়গা করে নেওয়ার পালা। চতুর্থ ইনিংসে ৩৩২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড দিন শেষ করেছে ৭ উইকেটে ১১৩ রান নিয়ে। জয়ের জন্য শেষ দিন বাংলাদেশের দরকার ৩ উইকেট, নিউজিল্যান্ডের ২১৯ রান।

লক্ষ্য যখন ৩৩২ রান, টপ অর্ডার থেকে একটা বড় জুটি তো লাগেই। বাংলাদেশ আজ

নিউজিল্যান্ডকে সেই জুটি গড়তে দেয়নি। নতুন বল কাজে লাগিয়ে তিন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানকে আউট করে চা-বিরতিতে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় সেশন শেষে নিউজিল্যান্ডের রান ছিল ৩ উইকেটে ৩৭। প্রথম ওভারেই নিউজিল্যান্ড ওপেনার টম ল্যাথামকে আউট করেন শরীফুল ইসলাম। অফ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে হালকা মুভমেন্টে বেরিয়ে যাওয়া বলে ব্যাট ছুঁইয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন বাঁহাতি ওপেনার। কোনো রানই করতে পারেননি ল্যা থাম।

পরের উইকেটের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয় ৯ ওভার। তাইজুল ইসলাম ইনিংসের দশম ওভারে প্রথম ইনিংসে শতক করা কেইন উইলিয়ামসনকে আউট করেন। দারুণ আর্ম বলে এলবিডব্লিউ করেন অভিজ্ঞ টপ অর্ডার ব্যাটেসম্যা নকে। ২৪ বল খে লে ১১ রানে থামে উইলিয়ামসনের ইনিংস। এ নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয়বার উইলিয়ামসনের বিপক্ষে বল করে তিনবারই তাঁর উইকেট নিলেন তাইজুল।

পরের উইকেটটি নেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ইনিংসের ১৩তম ওভারে মিরাজ বল শুরুর আগে মুশফিকুর রহিমের পরামর্শে ডিপ ফাইন লেগে থাকা নাঈম হাসানকে শর্ট ফাইন লেগে আসতে বলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। ওভারের চতুর্থ বলে ঠিক সেই জায়গাতেই ক্যাচ দেন হেনরি নিকোলস। ভালো জায়গা থেকে ফ্লাইট দেওয়া বলে সুইপ করতে গিয়ে নিকোলস ধরা পড়েন। তিনি করেন ২ রান।

দিনের শেষ সেশনের শুরুতে আরও একবার নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ে আঘাত হানেন তাইজুল। মিরাজের সঙ্গে তাইজুলের যুগলবন্দীতে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছিলেন না ডেভন কনওয়ে। সুইপ, রিভার্স সুইপ খেলে চাপ সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ২৪তম ওভারে তাইজুলের বল মিড-অফের দিকে ব্লক করতে গিয়ে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে প্যাডে লেগে যায় শর্ট লেগে থাকা শাহাদাতের হাতে। আউট হওয়ার আগে ৭৬ বলে তিন চারে কনওয়ে করেন ২২ রান।

টম ব্লান্ডেলের ইনিংসও বড় হতে দেননি তাইজুল। ২৮তম ওভারে তাইজুলের মিডল স্টাম্প থেকে নিখুঁত টার্ন ও বাড়তি বাউন্সে বেরিয়ে যাওয়া বলটি খেলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেন ব্লান্ডেল। সামনের পায়ে খেলার বল পেছনের পায়ে খেলতে গিয়ে ব্যাটের বাইরের কানা ছুঁয়ে বল জমা পড়ে নুরুল হাসানের গ্লাভসে। ১৬ বল স্থায়ী ইনিংস থামে ৬ রানে। মাত্র ৬০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যান্ড তখন বড় বিপদে।

ড্যারেল মিচেল আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিপদ কাটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হতে দেননি আরেক স্পিনার নাঈম হাসান। গ্লেন ফিলিপসকে অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে থেকে টার্ন করে ভেতরে আসা বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন নাঈম। আম্পায়ার আউট না দিলেও রিভিউ নিয়ে ফিলিপসকে ড্রেসিংরুমে ফেরায় বাংলাদেশ।

জয়ের জন্য বাংলাদেশের তখন দরকার আরও ৪ উইকেট। তাইজুল সংখ্যাটাকে ৩-এ নামিয়ে আনেন ৪৪তম ওভারে। ৯ রান করা কাইল জেমিসনকে আর্ম বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তিনি। ৭ রান করা ইশ সোধিকে নিয়ে দিনের বাকি সময়টা পার করেন মিচেল। ৮৬ বল খেলে মিচেল অপরাজিত ৪৪ রানে। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও এখ ন পর্যন্ত ৪ উইকেট পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম। এর আগে প্রথম সেশনে ৩ উইকেটে ২১২ রান করা বাংলাদেশ অলআউট হয় ৩৩৮ রানে। নাজমুলের ১০৫ রানের পর অর্ধশত করেছেন মুশফিকুর রহিম (৬৭) ও মেহেদী হাসান মিরাজ (৫০*)। নিউজিল্যান্ডকে ৩৩২ রানের লক্ষ্য দেয় বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন এজাজ প্যাটেল।

ইংল্যান্ডে ফুটবল এজেন্টদের কাছে ফিফার হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লন্ডনের একটি সালিশি আদালতে ফুটবল এজেন্টদের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে হেরে গেছে ফিফা। ক্লাবগুলোর মধ্যে খেলোয়াড় বেচা-কেনায় এজেন্টরা যে ফি ও কমিশন পান, সেটিতে কিছু সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিল ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত অক্টোবর থেকে এটি কার্যকরও হওয়ার কথা।

তবে ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নামেন এজেন্ট ও তাঁদের প্রতিষ্ঠান। গতকাল লন্ডনের একটি সালিশি আদালত এজেন্টদের পক্ষে রায় দিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ফিফা। এ রায়ের ফলে এজেন্ট নিয়ন্ত্রণে ফিফার প্রজেক্ট হুমকির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। কারণ, ফুটবল এজেন্টদের আয়ের অন্যতম শীর্ষ দেশ ইংল্যান্ড। পৃথিবীজুড়ে চলা ঘরোয়া লিগগুলোর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেই সবচেয়ে বেশি অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে।

ফিফা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, একজন এজেন্ট ট্রান্সফার ফি থেকে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ আয় করতে পারবেন। আর যেসব খেলোয়াড়ের বেতন বছরে দুই লাখ মার্কিন ডলারের বেশি, তাঁদের কাছ থেকে কমিশন নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ। আর খেলোয়াড়ের বেতন

যদি দুই লাখ ডলারের কম হয়, তাহলে ৫ শতাংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া একই ব্যক্তি একটি ট্রান্সফারে খেলোয়াড় বিক্রি করা ক্লাব ও খে লোয়াড় কেনা ক্লাব;দুটিরই এজেন্ট হতে পারবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'দ্য অ্যাথলেটিক' জানিয়েছে, এজেন্টদের চারটি বড় এজেন্সি ফিফার এসব নিয়মের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) মনে করে, এজেন্টদের জন্য ফিফার বেঁধে দেওয়া নিয়মগুলো যুক্তরাজ্যের প্রতিযোগিতামূলক খে লাধুলার আইন লঙ্ঘন করে। গত সেপ্টেম্বরে লন্ডনের আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনালে এ নিয়ে করা মামলার রায় শেষ পর্যন্ত ফিফার বিপক্ষেই গেছে।

এজেন্টদের ফুটবল ফোরাম গ্রুপের বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি জোনাথন বার্নেটের প্রশংসা করা হয়। 'সব এজেন্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ' এই সফলতায় গ্যারেথ বেলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা বার্নেটের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ইউরোপের আরও কিছু দেশে ফিফার বিরুদ্ধে এজেন্টদের মামলা চলমান। তবে গত জুলাইয়ে সর্বোচ্চ ক্রীড়া আদালত কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে এ নিয়ে একটি রায় নিজেদের পক্ষে পেয়েছিল ফিফা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**